প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩২ ❖ ১৪ - ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

# পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব

ক্রুশমূর্তি, অন্যান্য মূর্তি ও প্রতিকৃতি কেন আচ্ছাদিত করা হয়!

ক্রুশ আমাদের বিশ্বাসের জয়পতাকা

শোকার্তা মারীয়া

জীবনের স্বার্থকতা কোথায়?

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

# সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
## বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।
আকর্ষণীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

**সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা**

## খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
weekly.pratibeshi.org
weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
varitasbangla

# বড়দিন সংখ্যা ২০২৫ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৫" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৫ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার,ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
**E-mail : wklypratibeshi@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ৩২
১৪ সেপ্টেম্বর - ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
৩০ ভাদ্র - ০৫ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org
**মূল্য : ১০ টাকা মাত্র**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

# আমাদের জীবনে ক্রুশ

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বাহ্যিক একটি পরিচয়চিহ্ন ক্রুশ। সময়ের বিবর্তনে ক্রুশের অর্থের পরিবর্তন হয়েছে। যিশুর সময়ে ইহুদী ও গ্রীকদের কাছে ক্রুশ ছিল ঘৃণা ও লজ্জার প্রতীক। ক্রুশের উপর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে যিশু ক্রুশের অর্থেরই আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। ক্রুশ হয়ে ওঠেছে এখন মুক্তির প্রতীক। ক্রুশের প্রতি আস্থা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস প্রকাশ করেই প্রতিবছর ১৪ সেপ্টেম্বর পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পালিত হয়।

ক্রুশের মূল শিক্ষা হলো আত্মদান ও ভালোবাসা। এই ক্রুশ আমাদের সবাইকে টেনে এনেছে যিশুর কাছে। ক্রুশ হচ্ছে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। ক্রুশ মুক্তিদায়ী খ্রিস্টের এবং ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ। যে ভালোবাসার বাস্তব প্রকাশ ঘটে ক্ষমার মধ্যদিয়ে। যিশুখ্রিস্ট ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করেছেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে আমাদের জন্য দান করেছেন আর যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে আমাদের দিয়েছেন স্বর্গের অধিকার, খুলে দিলেন মুক্তির পথ। তার নির্দেশিত এ পথের মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পরিত্রাণ পাবে না। যিশু তার প্রাণ বিসর্জনে, মৃত্যু বিজয়ে আমাদের জীবনে নতুন আশা ও নবজীবন এনেছেন। তাই ক্রুশ হচ্ছে নব জীবনের প্রকাশ, নব প্রেরণার উৎস। আমাদের জীবনে ক্রুশ আছে বলেই আমরা জীবনের স্বাদ পেতে পারি। আমাদের জীবনের হতাশা-নিরাশা, দুঃখ-বেদনা জয় করার একমাত্র পথ ক্রুশের পথে জীবন যাপন করা। তাই সাধু-সাধ্বীগণ শত কষ্টেও ক্রুশকে আলিঙ্গন করেছেন। ক্রুশ খ্রিস্টের ভালোবাসা ও ক্ষমার শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন। যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ও বিজয় মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

মা মারীয়া শত কষ্টের মধ্যেও পুত্রকে পরিত্যাগ করেন নি। যিশুর কষ্টে, তার মৃত্যুতে সবাই চলে গেলেও যিশু জানতেন মা তাকে পরিত্যাগ করবেন না। মা মারীয়া পুত্রের চরম কষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণাময় মৃত্যুর যাত্রায় সহযাত্রী হয়েছিলেন। তিনি পুত্রের কষ্ট, যন্ত্রণা লাঘবে সাহস ও প্রেরণাদানের জন্য মুক্তির ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। মা মারীয়া ক্রুশকে নিজ জীবনে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাঁর জীবনের সমস্ত শোক ও দুঃখ যন্ত্রণাকে শক্তিতে পরিণত করেছেন, এর ফলে যিশু যেমন মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে গৌরবান্বিত হয়েছেন, মারীয়াও নিজ পুত্রের হস্তে গৌরব মুকুটে শোভিতা হয়েছেন।

আমাদের জীবনেও শোকময় দুঃখ-কষ্ট বা ক্রুশ অনিবার্য। আমরা চাই বা না চাই আমাদের জীবনে ক্রুশীয় যাতনা আসবেই। তাই ক্রুশকে আঁকড়ে ধরে অবিচল বিশ্বাস নিয়ে, জীবন সংগ্রামের ব্রত নিয়ে ইহ জগতের মোহ-মায়া ত্যাগ করে ভবসাগর পাড়ি দিয়ে ক্রুশ বিদ্ধ যিশুখ্রিস্টই হোক আমাদের কাণ্ডারী।

ক্রুশময় ভবসাগর পাড়ি দিতে কুমারী মারীয়া আমাদের নিত্য সহায়তা করেন। মা মারীয়ার মতো সহজ-সরল ও অনুগত জীবনযাপন করি। মা মারীয়ার ন্যায় আমরাও যেন আনন্দের সহিত জীবনের ব্রত গ্রহণ করি, প্রভুর সহায়তার সামনে এগিয়ে যাই, জয় করি সব পরীক্ষা-প্রলোভন। ক্রুশের ভারে পড়ে গেলেও যেন পতিত হয়ে না থাকি। পরম বিশ্বাসে যেন এগিয়ে যাই কালভেরীর পথে ক্রুশে বিদ্ধ হতে এবং ক্রুশবিজয়ী যিশুর সঙ্গে সহভাগী হই, মা মারীয়ার স্নেহ তলে জীবন যাপন করি। †

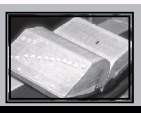

*মোশী যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও উত্তোলিত হতে হবে। (যোহন ৩:১৪)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

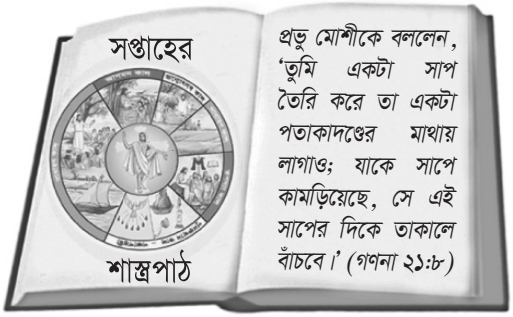


*প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি একটা সাপ তৈরি করে তা একটা পতাকাদণ্ডের মাথায় লাগাও; যাকে সাপে কামড়িয়েছে, সে এই সাপের দিকে তাকালে বাঁচবে।' (গণনা ২১:৮)*

## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৪ সেপ্টেম্বর - ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

**১৪ সেপ্টেম্বর, রবিবার**
**সাধারণকালের ২৪শ রবিবার** *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
**পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব,** *পর্ব*
*সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* গণনা ২১: ৪খ-৯, ফিলি ২: ৬-১১, সাম ৭৮: ১-২, ৩৪-৩৮, যোহন৩: ১৩-১৭

**১৫ সেপ্টেম্বর, সোমবার**
**সাধারণকালের ২৪শ রবিবার** *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
**শোকার্তা জননী মারীয়া,** *স্মরণ দিবস*
*সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* হিব্রু ৫: ৭-৯, সাম ৩১: ১-৫, ১৪-১৫, ১৯, যোহন ১৯: ২৫-২৭ (বিকল্প লুক ২: ৩৩-৩৫)

**১৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার**
**সাধারণকালের ২৪শ রবিবার** *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
**সাধু কর্ণেলিউস, পোপ, এবং সাধু সিপ্রিয়ান, বিশপ, ধর্মশহীদগণ,** *স্মরণদিবস*, ১ তিম ৩: ১-৩, সাম ১০০: ১-৩, ৫, ৬, লুক ৭: ১১-১৭

**১৭ সেপ্টেম্বর, বুধবার**
**সাধারণকালের ২৪শ রবিবার** *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
**সাধু রবার্ট বেলার্মিন, বিশপ ও আচার্য, বিঙ্গেনের সাধু হিল্ডেগার্ড, কুমার ও আচার্য** ১ তিম ৩: ১৪-১৬, সাম ১১০: ১-৬, লুক ৭: ৩১-৩৫

**১৮ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার**
**সাধারণকালের ২৪শ রবিবার** *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
১ তিম ৪: ১২-১৬, সাম ১১১: ১-৬, লুক ৭: ৩৬-৫০

**১৯ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার**
**সাধারণকালের ২৪শ রবিবার** *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
**সাধু জানুয়ারিউস,** বিশপ ও সাক্ষ্যমর
১ তিম ৬: ২-১২, সাম ৪৯: ৫-৯, ১৬-১৯, লুক ৮: ১-৩

**২০ সেপ্টেম্বর, শনিবার**
**সাধারণকালের ২৪শ রবিবার** *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
**সাধু আন্দ্রেয় কিম, পল ছং** এবং তাদের **সঙ্গীগণ, সাক্ষ্যমরণ,** *স্মরণদিবস*
১ তিম ৬: ১৩-১৬, সাম ১০০: ১-৫, লুক ৮: ৪-১৫

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**১৫ সেপ্টেম্বর, সোমবার**
+ ২০০৬ সি. মেরি সেলিন, এসএমআরএ (ঢাকা)

**১৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার**
+ ১৯৪৩ সি. এম. ডোসিথী, আরএনডিএম
+ ১৯৯২ ব্রা. প্যাট্রিক লুইস ডি'কস্তা, সিএসসি (ঢাকা)

**১৮ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার**
+ ২০১০ ফা. শিমন তিগ্গা (দিনাজপুর)
+ ২০১০ সি. মেরী বার্ণাডেট, পিসিপিএ

**১৯ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার**
+ ১৯৫৪ সি. মেরী লরেটো, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ফা. আলফন্স কোড়াইয়া (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফা. লুইজি মারকাতো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৬ সি. শিউলী গমেজ, এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. ক্যাথেরিন গনসালভেস, এসসি (খুলনা)

**২০ সেপ্টেম্বর, শনিবার**
+ ১৯৭৯ সি. মেরী আন্তনী, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯১ সি. এম. লরেন্সিয়া, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৫ সি. আন্দ্রিনা ব্যাপারী, এসসি (যশোর)
+ ২০১৬ সি. রোজারিয়া গ্রিত্তি, এসসি (ময়মনসিংহ)

## ঘ. খ্রীষ্টীয় পবিত্রতা

**২০১৭** পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ আমাদেরকে দান করে পরমেশ্বরের ধর্মময়তা। বিশ্বাস ও দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্ম ক'রে, পবিত্র আত্মা আমাদেরকে তাঁর জীবনের অংশী করে তোলেন।

**২০১৮** মনপরিবর্তনের ন্যায়, ধর্মময়করণের দু'টো দিক আছে। অনুগ্রহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসে ও পাপ থেকে দূরে যায়, এবং এভাবেই সে ঊর্ধ্ব থেকে পাপের ক্ষমা ও ধর্মময়তা গ্রহণ করে।

**২০১৯** ধর্মময়করণের মধ্যে পাপের মার্জনা, পবিত্রীকরণ ও অন্তরের মানুষটির নবীকরণ অন্তর্ভুক্ত।

**২০২০** আমরা ধর্মময়তার যোগ্য হয়ে উঠেছি খ্রীষ্টের যাতনাভোগের দ্বারা। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে এই ধর্মময়তা আমাদের দেওয়া হয়েছে। তা আমাদের ঈশ্বরের ধর্মময়তার অনুগত করে, কারণ ঈশ্বর আমাদের ধর্মময় করে তোলেন। এর লক্ষ্য হল ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের গৌরব, ও শাশ্বত জীবনের দান। ধর্মময়করণ ঈশ্বরের দয়ার একটি সর্বোত্তম কাজ।

**২০২১** অনুগ্রহ হচ্ছে ঈশ্বরের সেই সাহায্য যা তিনি আমাদের দান করে তাঁর পোষ্য সন্তান হওয়ার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য। এই অনুগ্রহ পবিত্র ত্রিত্বের অন্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করিয়ে দেয়।

**২০২২** অনুগ্রহদানের কাজে ঈশ্বরের উদ্যোগ মানুষের স্বাধীন সাড়াদানের আগে অবস্থান করে, সাড়াদানের জন্য প্রস্তুত করে এবং তাকে জাগ্রত করে। অনুগ্রহ মানুষের স্বাধীনতার গভীরতম বাসনা পূর্ণ করে, সহযোগিতা করতে স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান জানায় এবং স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দান করে।

**২০২৩** পবিত্রকারী অনুগ্রহ হল আমাদের নিকট ঈশ্বরের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত নিজ জীবনের দান; এই অনুগ্রহ পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের আত্মায় প্রবিষ্ট হয় – তাকে নিরাময় ও পবিত্র করার উদ্দেশে।

**২০২৪** পবিত্রকারী অনুগ্রহ আমাদেরকে "ঈশ্বর-প্রসন্ন" করে তোলে। আত্মিক দানগুলো (ক্যারিজম) পবিত্রকারী অনুগ্রহের দিকেই নির্দেশিত এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর সাধারণ মঙ্গলের উদ্দেশে প্রদত্ত। ঈশ্বর প্রবর্তক অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে কাজ করেন যা স্বারূপ্য অনুগ্রহ থেকে ভিন্ন, কেননা স্বারূপ্য অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে।

**২০২৫** ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মানুষের কর্মের পুণ্যফলের যোগ্যতা আছে বিবেচিত হতে পারে শুধু এই কারণে যে, ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহদানের কর্মের সঙ্গে মানুষকে সহযোগী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহই কর্মের পুণ্যফল পাওয়ার প্রথম অধিকারী, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের সহযোগীতার কারণে মানুষ লাভ করে তার কর্মের পুণ্যফল। মানুষের কর্মের পুণ্যফল ঈশ্বরেরই প্রাপ্য।

**২০২৬** পোষ্য সন্তান হওয়ার গুণে এবং ঈশ্বরের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান সেই ধর্মময়তার ফলে, পবিত্র আত্মার অনুগ্রত আমাদেরকে দিতে পারে কর্মের পুণ্যফল। ঈশ্বরের সামনে আমাদের কর্মের পুণ্যফলের মূল উৎস হচ্ছে ভালবাসা।

**২০২৭** মনপরিবর্তনের শুরুতে যে প্রথম ঐশ অনুগ্রহ রয়েছে তা কারো কর্মফল নয়। পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আমাদের নিজেদের ও অন্যদের শাশ্বত জীবন ও প্রয়োজনীয় পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য যে অনুগ্রহ প্রয়োজন হয় তা আমাদের কর্মের পুণ্যফল হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।

# ক্রুশ আমাদের বিশ্বাসের জয়পতাকা

**সুনীল পেরেরা**

মঙ্গলবার্তার দূত এবং মানবজাতির সামগ্রিক মুক্তির প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন যিশু। তাঁর ঐক্য বিপ্লবের বাণী অন্তিমকালীন ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নতুন সমাজ ও নতুন জীবন গঠনের প্রতি আহ্বান জানাতে প্রবুদ্ধ করেছিলেন। যিশু বিপ্লব করেছিলেন সামাজিক-ধর্মীয় রীতিনীতিগুলোকে পরিবর্তন করার জন্য এবং বিধান আর অনুষ্ঠান-সর্বস্ব, প্রথাসর্বস্ব ধর্মীয় ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে।

নিস্তার পর্বের আগে যিশু জেরুসালেম নগরীতে প্রবেশ করলেন গাধায় চড়ে। কেন? প্রাচীনকালে ইস্রায়েলের বিনম্র শাসকদের বাহন ছিল গাধা। স্পর্ধিত যুদ্ধপ্রিয় রাজাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল ঘোড়া। সেজন্যই প্রবক্তা জাখারিয়া ঘোষণা করেছিলেন যে, "ভবিষ্যতের মসীহ গাধার পিঠে চড়ে আসবেন ও অশ্ব-নগরী অর্থাৎ অহংকার ও স্বার্থ বাসনার নগরকে জয় করবেন।"

রাজা আসছেন গাধায় চড়ে। জনতা মুখরিত হয়ে ওঠে "দাউদ সন্তানের জয়" জয়ধ্বনিতে। তাঁর যাত্রাপথে গায়ের বস্ত্র, বিছিয়ে দিয়েছে। সবুজ বৃক্ষশাখা, খেজুর পাতা বা সত্যিকার তালপত্র বহন করে উল্লাস প্রকাশ করে জয়ধ্বনি দিয়েছে। এসব দেখে ফরিসীরা শিউরে ওঠে, যখন শিশুরা মহোল্লাসে মন্দির পর্যন্ত দৌড়ে গেল। জেরুসালেমের সে ভয়ংকর দিনগুলোতে অশুভ শক্তির সঙ্গে মানুষের মধ্যকার শয়তানের সঙ্গে তিনি শেষ ও চূড়ান্তভাবে মুখোমুখি হয়েছিলেন। যিশু শিষ্যদের বারবার আদেশ দিয়েছেন, "সজাগ থেকো, প্রস্তুত থেকো।" এই দিনগুলো ছিল ভয়ংকর এক সংকটের দিন। এই সংঘাত অতি দ্রুত চরমে পৌঁছলো।

একান্ত আপনজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যিশুকে গ্রেফতার করা হলো। সারারাত ধরে চললো প্রহার আর লাঞ্ছনা। তারপর বিচারের নামে হলো প্রহসন। ইহুদী নেতাদের ভয়ে দুর্বল চিত্ত রোমান শাসক পিলাত নির্দোষ যিশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। সমস্ত মানুষের পাপভার বহন করে যিশু চললেন পরিত্রাণের ক্রুশ বহন করে। কালভেরীতে গেলেন নিজের প্রাণোৎসর্গ করতে।

ইহুদীরা যিশুকে চাবুক মেরে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত করেছে। হাতে ও পায়ে পেরেক বিদ্ধ করে ক্রুশের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছে। মাথায় কাঁটার মুকুট পড়িয়ে ব্যঙ্গ করেছে। যারা এমনি বর্বর, পাষণ্ড তাদের জন্যও যিশু স্বর্গীয় পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, "পিতা, এদের ক্ষমা কর, এরা কী করছে তা এরা জানে না।" জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর বাণী, শত্রুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, হত্যাকারীকে ক্ষমা করা।

সমস্ত মানুষের পাপের জন্য যিশু পাপী হয়েছেন, পাপীদের সাথে কষ্টভোগ করে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছেন, যেন আমরাও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক হতে পারি। যিশুর শেষ উচ্চারণ, "পিতা, তোমার হাতে আমার প্রাণ সমর্পণ করছি।" এ উচ্চারণে কোন অভিযোগ নয়, আর্তনাদ নয়, পরিপূর্ণ জয়ের তৃপ্তিতে আত্মনিবেদন। এ পিতার সমীপে পুত্র যিশুর আত্মসমর্পণ। এ নিরাশের, ক্রন্দন নয়, নয় ভীরুর বশ্যতা। এ বীরের ঘোষণা। ঈশ্বর, হয়ে ঈশ্বরকে সম্ভাষণ।

এমনিভাবেই মানব ঈশ্বরের মৃত্যু হলো। মানুষের জন্য প্রেমময় পিতা ঈশ্বরের পরম আত্মদান। এবার শুরু হবে পৃথিবীময় ভালোবাসার কাজ। মানুষকে বদলে দেবার বিপ্লব।

মানুষ ঈশ্বরপুত্র যিশুকে হত্যা করলো কিন্তু যিশুই মানুষকে বাঁচিয়ে দিলেন। মানুষ ঈশ্বরকে দিল নশ্বরতা, ঈশ্বর মানুষকে দিলেন অমরত্ব।

এই ক্রুশ মৃত্যু, এই লজ্জাকর ক্রুশের অর্থ কী? একদিন সমস্ত পৃথিবী জানবে এর অর্থ। ঐ কালো ক্রুশ স্বর্ণোজ্জ্বল বিজয় বৈভবের গৌরব পতাকা। অত্যাচারী মানুষেরা লজ্জা ও কলঙ্কই দেখবে না, দেখবে মানুষের জন্য যিশুর আত্মদান। তাই দেখে জগত জুড়ে সমস্ত মানুষেরা উৎসর্গের উৎসবে মেতে উঠবে পরম উল্লাসে।

মৃত্যুকালে সবাই যিশুকে পরিত্যাগ করেছে কিন্তু তাঁর মা মারীয়া তাকে ছেড়ে যান নি। যিশুর শেষ সম্বল শোকে কাতর স্নেহময়ী মাকেও রেখে গেলেন আমাদের সান্ত্বনার জন্য, বিপদকালে আশ্রয়ের জন্য।

যিশু যদি ক্রুশ থেকে নেমে আসতেন তাহলে কী প্রমাণ হতো? প্রমাণ হতো, ঈশ্বরপ্রেম ঐ ক্রুশ পর্যন্তই যেতে পারে, ক্রুশকে অতিক্রম করে মৃত্যু পর্যন্ত যেতে পারে না। যিশু ক্রুশ থেকে নেমে এলে, আমরা কী পেতাম? আর যা-ই পেতাম, প্রেম যে অন্তহীন সেই পরম দৃঢ় আশ্বাস পেতাম না। ঈশ্বরপ্রেম যে অপরিসীম, মৃত্যুতেও সে অম্লান। যিশু ঈশ্বর পুত্র হয়েও আবার আমাদের মতই একজন রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন। তিনি যদি নীরবে, হাসিমুখে ঐ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মিলিয়ে যেতেন তাহলে আমাদের মনে হতো, তিনি বুঝি আমাদের কেউ নন। ঈশ্বর হয়ে তিনিও আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন। যন্ত্রণার চরম মুহূর্তে তিনি যদি ঐ ভাবে আর্তনাদ করে না উঠতেন, তাহলে যে আমাদের কান্না তার কান্না হতো না।

যিশু নিঃস্বার্থভাবে শুধু দিলেন, প্রতিদানে কিছুই চাননি। বিতাড়িত, লাঞ্ছিত হয়েও তিনি বদান্য-বরদ। আমরা তাকে না মানলেও তিনি আমাদের টানেন। তাড়িয়ে দিলেও ধরে রাখেন। মুখ ফিরিয়ে থাকেন না, আবার ডাকেন আমাদের। তিনি পাপীদের খুঁজে ফিরেন। তাঁর কাছে কেউ আমরা নিখোঁজ নই, নিরুদ্দেশ নই। সমাজ সংসারে যে নিতান্তই মূল্যহীন, ঈশ্বরের কাছে তারও দাম আছে। এমনিতে যে তুচ্ছ, অবহেলিত, সেও ঈশ্বরের কাছে বরণীয়। আজও ঈশ্বর অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের মধ্যে আর্তনাদ করছেন। আর আমরা মদ গর্বিত সভ্য মানুষেরা তাকিয়েও দেখছি না, বরং কে কোন ভাগের বস্তুটাও আয়ত্ত করব তারই চেষ্টায় মত্ত রয়েছি। সৃষ্টিকে যত্ন না করে ধ্বংস করে যাচ্ছি অবাদে। যার ফলে প্রকৃতি আমাদের প্রতিশোধ নিচ্ছে। পৃথিবী আবার নরককুণ্ডে পরিণত হচ্ছে আমাদের ভোগ আর স্বেচ্ছাচারিতার পাপে।

যিশুর যন্ত্রণাময় ক্রুশীয় মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির দরজায় পাথরের উপর সিলমোহর করে পাহাড়া বসিয়েও ইহুদী নেতারা স্বস্তি পাননি। তারা এতটা বিচলিত যে, বিশ্রামবারের নিয়ম লঙ্ঘন করেই কর্মে লিপ্ত হয়েছে। যিশুকে নিশ্চিন্ন করে দেবার জন্য তারা তাদের সাধের অনুশাসনকেও নস্যাৎ করতে পরাঙ্মুখ নয়। কিন্তু যিশুকে সমাধিগুহার মধ্যে বন্দী করে রাখে কার সাধ্য? উত্থিত যিশুকে বন্দী করে রাখার মত সমাধিগৃহ নির্মিত হয়নি।

শত্রুদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে যিশু মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন। পাপের হলো পরাজয়। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন। যিশুর পুনরুত্থানের প্রথম দর্শন পেলেন মেরী ম্যাগডেলিন। কেন তাঁর এই অগ্রগণ্য অধিকার? কারণ তার ভালোবাসা, তার ব্যাকুলতা, তার সর্বসমর্পণই সে দর্শন অর্জন করেছে। যারা অনুতপ্ত তারাই তো ক্ষমা সুন্দরের দর্শনের অধিকার পায়। ফিরে পায় তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা।

যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ও গৌরবময় পুনরুত্থানের ফলে স্পষ্টতই প্রমাণ হয়েছে যে, ক্রুশই প্রশস্ত রাজপথ। অনেক ক্লেশের মধ্যদিয়েই ঈশ্বরের

*(বাকি অংশ ৭ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)*

# ক্রুশমূর্তি, অন্যান্য মূর্তি ও প্রতিকৃতি কেন আচ্ছাদিত করা হয়!

**ফাদার ইউজিন জে আনজুস সিএসসি**

সাধারণত তপস্যাকালের পঞ্চম রবিবার থেকে পুণ্য শনিবারের সান্ধ্য বা রাত্রিকালীন "নিস্তার জাগরণী" উপাসনা অনুষ্ঠান পর্যন্ত কাথলিক গির্জা, চ্যাপেল ও অন্যান্য উপাসনার স্থান গুলোতে ক্রুশমূর্তি, অন্যান্য সাধুসাধ্বীদের মূর্তি ও প্রতিকৃতি (ছবি) বেগুনী কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়। বিভিন্ন স্থানে অবশ্য ভিন্ন রীতিও প্রচলিত রয়েছে। যেমন, কোন কোন স্থানে পুণ্য বৃহস্পতিবারের সান্ধ্যকালীন "প্রভুর শেষ ভোজের স্মরণ-অনুষ্ঠান"-এরপর থেকে পুণ্য শনিবার নিস্তার জাগরণী অনুষ্ঠান পর্যন্ত ক্রুশমূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি ও প্রতিকৃতি আচ্ছাদিত রাখার প্রচলন রয়েছে।

আবার কোন কোন অঞ্চলে পুণ্য বৃহস্পতিবারের শেষ ভোজের স্মারণিক খ্রিস্টযাগের পর মূর্তি ও প্রতিকৃতিগুলো আচ্ছাদিত না করে বরং গির্জাঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র রাখার প্রচলনও রয়েছে।

সাধারণত পুণ্য শুক্রবারে ক্রুশের অর্চনা অনুষ্ঠানের সময় একটি মাত্র ক্রুশ উন্মোচন করা হয়, এবং অন্যান্য মূর্তি ও প্রতিকৃতিগুলো পুণ্য শনিবার পর্যন্ত আচ্ছাদিত রাখা হয়। অপর দিকে "ক্রুশের পথ"-এর প্রতিকৃতিগুলো এবং যে সব দেশে বা গির্জায় ছবি অঙ্কিত জানালা *(stained glass window)* রয়েছে, সেগুলো কখনো আচ্ছাদিত করা হয় না।

স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপ সম্মিলনী স্থির করতে পারে এর আওতাধীন অঞ্চলগুলোতে তপস্যাকালের ঠিক কোন সময় গির্জার মূর্তি ও প্রতিকৃতি ঢেকে রাখা হবে এবং তা 'অবশ্য পালনীয়' (*obligatory*) হিসেবে বিবেচিত হবে কি না।

সাধারণত কোন প্রকার কারুকাজহীন বেগুনী রংয়ের কাপড় দিয়েই মূর্তি ও প্রতিকৃতি ঢেকে রাখা হয়। তপস্যাকালের পঞ্চম রবিবার থেকেই অধিকাংশ গির্জায় ক্রুশমূর্তি, অন্যান্য মূর্তি ও প্রতিকৃতি ঢেকে রাখা হয়। এই রীতি মূলত প্রচলিত হয়েছে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পূর্ববর্তী উপাসনিক পঞ্জিকা অনুসারে, যখন তপস্যাকালের পঞ্চম রবিবারেই "যিশুর যাতনাভোগ কাহিনী" পাঠ করা হতো এবং এই রবিবারকে "যাতনাভোগ রবিবার" বলা হতো। এজন্য তখন তপস্যা কালের পঞ্চম রবিবার থেকে পুণ্য শনিবারের নিস্তার জাগরণী পর্যন্ত সময়-কালকে "যাতনাভোগ কাল" বা *Passiontide* বলা হতো। বর্তমান সময়েও তপস্যাকালের পঞ্চম রবিবার থেকে পরবর্তী সাপ্তাহিক দিনগুলোতে খ্রিস্টযাগে প্রভুর যাতনাভোগ স্মরণে "ক্রুশের পরাক্রম" বর্ণিত ধন্যবাদিকা স্তুতি (*Preface*) ব্যবহার করা আবশ্যিক (The power of the Cross: *The following Preface id said during the Fifth week of Lent and Masses of the mysteries of the Cross and Passion of the Lord.* GIRM 43)। বর্তমানকালে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পরবর্তী কালের উপাসনিক পঞ্জিকা অনুসারে আমরা তপস্যা কালের ষষ্ঠ রবিবারটি "তালপত্র রবিবার" এবং "যাতনাভোগ রবিবার" রূপে পালন করি, কারণ এই রবিবারেই "প্রভুর যাতনাভোগ কাহিনী" পাঠ করা হয়। পরবর্তী সপ্তাহটি "পুণ্য সপ্তাহ" রূপে পালন করে থাকি।

তপস্যাকালের পঞ্চম সপ্তাহ থেকে ক্রুশমূর্তি, অন্যান্য মূর্তি ও প্রতিকৃতি আচ্ছাদিত রাখার তাৎপর্য বিষয়ে উপাসনাবিদ মন্সিনিয়র পিটার এলিয়ট বলেন : "ক্রুশ, মূর্তি ও প্রতিকৃতি ঢেকে রাখার এই রীতি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ধর্মীয় মনস্তত্ত্বের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত, কারণ তা খ্রিস্ট সাধিত মানব পরিত্রাণের প্রধান কাজগুলো ধ্যান করতে ও উপলব্ধি করতে সাহায্য করে" (*Celebrations of the Liturgical Year, Ignatian* Press, 2002)।

ঐতিহাসিকভাবে এই প্রচলনটি শুরু হয়েছিল ভিন্ন ভাবে এবং ভিন্ন কারণে। তবে এটি ধরে নেওয়া যায় যে, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে জার্মানীতে প্রচলিত একটি প্রথা থেকে এর উৎপত্তি। প্রথাটি ছিল তপস্যা কালের শুরু থেকেই যজ্ঞবেদী আড়াল করে একটি বড় পর্দা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হতো। এরূপ করার মূল কারণ ছিল অজ্ঞ খ্রিস্টভক্ত যারা পূজন-বর্ষের পঞ্জিকা অনুসরণ করতে পারত না, তারা যেন বেদী আড়াল করে ঝোলানো পর্দাটি দেখে বুঝতে পারে তপস্যাকাল শুরু হয়েছে। এই পর্দাটিকে জার্মান ভাষায় বলা হতো *Hungertuch* (ইংরেজীতে hunger cloth)। এভাবে তপস্যাকালের শুরু থেকেই যজ্ঞবেদী খ্রিস্টভক্তদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হতো এবং পুণ্য সপ্তাহের বুধবারে খ্রিস্টের যাতনাভোগ কাহিনী পাঠের সময় যখন বলা হতো "... মন্দিরের পর্দাটি ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছিঁড়ে দু'ভাগ হয়ে গেল" *(মথি ২৭:৫১, মার্ক ১৫:৩৮, লুক ২৩:৪৫ খ)* ঠিক সেই সময় পর্দাটি সরিয়ে নেয়া হতো। [আমার শৈশবে পুণ্য শুক্রবারের উপাসনায় "যাতনাভোগ কাহিনী" পাঠের সময় এই নাটকীয় দৃশ্য দেখেছি।]

অপর দিকে অনেক ঐশতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, গির্জার মূর্তি ও প্রতিকৃতি ঢাকার প্রথাটি এসেছে প্রাচীনকালের সেই প্রথা থেকে, যখন অনুতপ্ত পাপীদেরকে তপস্যাকালের আরম্ভে গির্জা থেকে বহিষ্কার করার ঔপাসনিক রীতি পালন করা হতো যেন তারা প্রকাশ্যে প্রায়শ্চিত্ত করে। পরবর্তী সময়ে এই প্রথাটি বন্ধ হলেও সকল খ্রিস্টভক্তগণ ভস্ম বুধবারে কপালে ভস্মটিকা গ্রহণ করে অনুতাপ প্রকাশ করার রীতি শুরু হয়, এবং পুনরুত্থান উৎসবের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত না হওয়া পর্যন্ত, তাদের দৃষ্টি থেকে পুণ্য বেদী যা "সকল পবিত্র বস্তুর মধ্যে পবিত্র" *(Holy of the Holies)* আড়াল করে রাখার রীতি পালন করা চলতে থাকে।

মধ্যযুগে বড় পর্দা দিয়ে সম্পূর্ণ বেদী আড়াল করে রাখার পরিবর্তে গির্জার ক্রুশমূর্তি, অন্যান্য সাধুসাধ্বীদের মূর্তি ও প্রতিকৃতিসমূহ আচ্ছাদিত করে রাখার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। মূর্তি ও প্রতিকৃতি আচ্ছাদিত রাখার সময়-কাল আরো সংক্ষিপ্ত করে কেবল মাত্র "যাতনাভোগ কাল" পর্যন্ত সীমিত করার উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীর "বিশপগণের অনুষ্ঠানমালা" বা *Ceremonial of Bishops* গ্রন্থে।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পরবর্তী সময়ে "যাতনাভোগ কালে" মূর্তি ও প্রতিকৃতি আচ্ছাদিত রাখার প্রথাটি বাতিল করার মতো জোড়ালো সুপারিশ বা নির্দেশনা দেওয়া হয়নি, বরং বিষয়টি স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপ সম্মিলনীর সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং 'আবশ্যিক' রূপে নয় – গৌণ বিষয় রূপে প্রচলিত থেকে যায়। যেমন, রোমীয় যজ্ঞরীতি গ্রন্থে উত্তর আমেরিকার বিশপ সম্মিলনীর নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে: "In the Dioceses of the United States, the practice of covering crosses and images throughout the church from [the fifth] Sunday [of Lent] may be observed. Crosses remain covered until the end of the Celebration of the Lord's Passion on Good Friday, but images remain covered until the beginning of the Easter Vigil" (*Roman Missal,* Fifth Sunday of Lent).

বাংলাদেশের বিশপ সম্মিলনীর সিদ্ধান্ত

অনুসারে একই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। বর্তমান পূজন বর্ষের পঞ্জিকা অর্থাৎ ইংরেজী ORDO-তে উল্লেখ করা হয়েছে : The practice of covering crosses and images in the church may be observed. Crosses remain covered until the end of the celebration of the Lord's Passion on Good Friday, but images remain covered until the beginning of the Easter Vigil (দ্র. পৃষ্ঠা ৭৩)।

তপস্যাকালের পঞ্চম রবিবার থেকে গির্জার ক্রুশ, মূর্তি ও প্রতিকৃতিগুলো যেন ঢাকা থাকে তার জন্য পূর্বদিন, অর্থাৎ চতুর্থ সপ্তাহের শনিবারে বিকালে বা উপযুক্ত সময়ে ক্রুশ ও মূর্তি ঢাকার কাজটি সম্পাদন করতে হয়। এজন্য ORDO-তে চতুর্থ সপ্তাহের শনিবারে এই নির্দেশনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

যে ক্রুশমূর্তি ও অন্যান্য প্রতিকৃতি সমূহ আমাদের হৃদয়-মন স্বয়ং ঈশ্বর ও স্বর্গের পানে উত্তোলিত করে, অন্তরে জাগিয়ে তোলে পবিত্র-ভাব, সেগুলো কেন ঢেকে রাখা হবে? এই প্রশ্নের অন্তত তিনটি উত্তর আমরা ধ্যান করতে পারি। প্রথমত, আমরা যে উপাসনিক দিক থেকে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে উপনীত হই, আচ্ছাদিত মূর্তি আমাদের তা স্মরণ করতে সাহায্য করে। আচ্ছাদিত মূর্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে আমরা স্মরণ করি পূজনবর্ষের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়, যখন প্রেমময় ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রের মৃত্যু যাতনাভোগ দ্বারা আমাদের সমুদয় পাপ ক্ষমা করেন, পরিত্রাণের সেই ক্ষণটি সন্নিকট! আচ্ছাদিত মূর্তিগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় তপস্যা কালের শেষ দু'টি সপ্তাহ হলো পরিত্রাণ লাভের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতির সময়।

দ্বিতীয়ত, মূর্তিগুলো যে কাপড়ে ঢাকা হয় তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, খ্রিস্টযাগে উচ্চারিত "... মৃত্যুযাতনায় স্বেচ্ছায় সমর্পিত হওয়ার ক্ষণে..." এই শব্দাবলীর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। তালপত্র রবিবার, অর্থাৎ যাতনাভোগ রবিবারে এবং পুণ্য শুক্রবারে যখন "যাতনাভোগ কাহিনী" পাঠ করা হয় তখন বেগুনী কাপড়ে ঢাকা ক্রুশ ও মূর্তিগুলোর দৃশ্য প্রভুর মৃত্যুযাতনাভোগ আমাদের অন্তরে অত্যন্ত স্পষ্ট ও জীবন্ত করে তোলে।

তৃতীয়ত, আচ্ছাদিত ক্রুশ ও মূর্তির দৃশ্য খ্রিস্টভক্তদের অন্তরে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ও পূর্ণতা লাভের প্রত্যাশা নিশ্চিত হয়ে ওঠে। খ্রিস্টকে যেমন মৃত্যু পরাজিত করতে পারেনি, কবর তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি, বরং তিনি যে মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করে পুনরুত্থান করবেন –সেই প্রত্যাশা খ্রিস্টবিশ্বাসীর অন্তরে জাগরিত হয় যখন আচ্ছাদিত মূর্তির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তারা উপলব্ধি করে এই আচ্ছাদন অচিরেই সরানো হবে, শীঘ্রই তারা জীবন্ত খ্রিস্টের দর্শণ লাভ করবে। আচ্ছাদিত মূর্তি ভক্তের অন্তরে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করে তোলে।

এজন্য শুধুমাত্র গির্জা ও উপাসনালয় গুলোতে নয়, খ্রিস্টভক্তদের বাড়িতেও ক্রুশ ও মূর্তি বেগুনী কাপড়ে ঢেকে রাখা উৎসাহিত করা হয়; যেন খ্রিস্টভক্তজনেরা অধিকতর সক্রিয়ভাবে ও অর্থপূর্ণভাবে পূজনবর্ষের বিশেষ কালটি উদ্‌যাপন করতে পারেন। যাদের পক্ষে গুরুতর কোন কারণে গির্জায় যাওয়া ও তপস্যাকালীন উপাসনায় যোগদান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাদের জন্য এটি খুবই অর্থপূর্ণ হতে পারে।

সাধু পলের কথা অনুসারে নিস্তার জাগরণী উৎসবের অভিজ্ঞতা প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর উপলব্ধি ও প্রত্যাশা প্রকাশ করে। তিনি বলেছেন, [এই জগতে] "এখন আমরা যেন দেখছি দর্পণের মধ্য দিয়ে, ঝাপসা ভাবে; কিন্তু তখন আমরা দেখতে পাব মুখোমুখি হয়ে। এখন জানছি আংশিক ভাবে, কিন্তু তখন চিনতে পারব পরিপূর্ণ ভাবে, ঈশ্বর যেমন পরিপূর্ণ ভাবেই আমাকে চিনেছেন" *(১ করি ১৩:১২)*। বাস্তবিক, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইহজাগতিক চিন্তা-ভাবনা, মানবিক সীমাবদ্ধতা যেন সেই বেগুনী কাপড়ের মতোই প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে রাখছে, কিন্তু একদিন সেই পারমার্থিক জীবনলোকে আর কোন আচ্ছাদন থাকবে না, আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মুখোমুখি হবো, লাভ করবো তাঁর মহিমার দিব্যদর্শণ!

**উৎস গুলো :**


1. Wainwright Tucker, The Oxford History of Christian Worship, Oxford University Press, 2006

2. Marcel Metzger, History of Liturgy, The Liturgical Press, Minnesota, 1997

3. Thomas J. Talley, The Origins of the Liturgical Year, Pueblo Books, Minnesota, 1986

4. Father Edward McNamara, Covering of Crosses and Images in Lent, Zenith Daily Dispatch, Rome, 8 March, 2005

5. Roman Missal, The Third Typical Edition, 2011

6. Episcopal Commission for Liturgy and Prayer, ORDO, 2024-2025, Cycle - C, Dhaka, 2024


*(৫ নং পৃষ্ঠার পর)*

রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।

যিশুর পুনরুত্থানের মূল ভিত্তি হলো বিশ্বাস। বিশ্বাসের চোখেই সত্যিকারের খ্রিস্টকে চেনা যায়। যিশু নিজেও বলেছেন, "যারা না দেখেও বিশ্বাস করেছে, তারা ধন্য।" এ কথা সত্য যে, পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে হৃদয়ে দর্শন পেতে হলে তাঁকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে হবে। ঐশ-আত্মার কাছে মানব-সত্তার আত্মসমর্পণই বিশ্বাস।

কোন মানুষই স্বচক্ষে যিশুর পুনরুত্থান দৃশ্য দেখেনি। তা ইতিহাসের পর্যবেক্ষণ সীমার বাইরে। যিশুর পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস যেটুকু বলে তা হচ্ছে, যিশুর শিষ্যেরা এ বিষয় সাক্ষ্য দিয়েছেন। মৃত্যুর পরে যিশু দেখা দিয়েছেন, কথা বলেছেন, আহার করেছেন। শূন্য সমাধি, স্বর্গদূতের আবির্ভাব ও তার বাণী "প্রভু জীবিত আছেন"। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে 'নতুন সৃষ্টি'। এই আবির্ভাব তার শাশ্বত উপস্থিতির নিগূঢ় নিদর্শন।

যিশু বলেছেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায় তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন তার নিজের ক্রুশ তুলে নিক আর আমার পিছু পিছু আসুক।" সেই অনুগমনই নিত্যজীবন। ক্রুশেই ত্রাণ, ক্রুশেই শক্তি, ক্রুশেরই সান্ত্বনা, ক্রুশেই বিজয়, ক্রুশেই চিরন্তন মঙ্গল। যিশু আরও বলেছেন, "বর্তমান দুঃখ আগামী গৌরবের তুলনায় অকিঞ্চিত। কখনো নিরাশ হইও না, বিশ্বাস হারিও না। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর বশীভূত হও। মনে রেখো, শীতের পর বসন্ত, রাতের পর দিন, ঝড়ের পর শান্তি আর মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অবধারিত।"

ক্রুশ বিজয়ী যিশু, মৃত্যুকে জয় করে আমাদের ছেড়ে চলে যাননি; আবার ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে। আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে আঘাত করছেন আর বলছেন, "দেখো, আমি তোমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। যদি দরজাটা খুলে দাও আমিও তোমাদের সাথেই অবস্থান করব। আমার মত ক্রুশকে জয় কর, পাপকে জয় কর, তাহলে তোমরাও আমার সাথে পরম পিতার কাছে বসতে পারবে।"

এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আগত দিনকে সামনে রেখে আমরা কি যিশুর জন্য জীবনের দরজা খুলে দেবো? আমরা কি আমাদের হৃদয়কে উর্ধ্বে তুলে ধরব? আমরা কি সব ভয় ভীতি, দুর্বলতা, পাপকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যিশুর বিশ্বাসের হাত ধরে পরিত্রাণের আলোকিত জীবনের পথে চলব? যদি না পারি তাহলে যিশুর ক্রুশ বিজয় আর আমাদের বিশ্বাস হবে অর্থহীন।

# এই ক্রুশ কত মহান, এসো করি গুণগান

**রনেশ রবার্ট জেত্রা**

**বিশ্ব** খ্রিস্ট মণ্ডলীতে 'ক্রুশ' হলো গৌরব, বিজয়, আশা ও নব-জীবনের প্রতীক। স্বয়ং খ্রিস্ট মানব জাতিকে ভালোবেসে ক্রুশ মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন। যে ক্রুশ তৎকালীন সময়ে লজ্জা ও অপমানের প্রতীক ছিল; সেই ক্রুশেই খ্রিস্ট আত্মদান করে ক্রুশকে করে তুলেছেন বিজয় ও গৌরবের প্রতীক। সেই ক্রুশই আজ খ্রিস্টমণ্ডলীতে সকল খ্রিস্টভক্তদের জীবনে হয়ে উঠেছে ভালোবাসা, আস্থা, সম্মান, আশা ও নব-জীবনের আলো। যে ক্রুশ গৌরব, মহিমা, ক্ষমা ও ভালোবাসার প্রতীক সে ক্রুশের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান জানিয়ে প্রতি বছর সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলী ১৪ সেপ্টেম্বর পালন করে থাকেন পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব। এই দিনে সকল খ্রিস্টভক্তগণ গভীরভাবে এবং ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে স্মরণ করে থাকেন যিশুর ক্রুশ মৃত্যুকে। আমরা মানব জাতি সেই পবিত্র ক্রুশের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, নব-জীবনের আশা ও প্রেরণা নিয়ে নিজ ক্রুশ বহন করে এবং অন্যকে ক্রুশ বহনে সাহায্য-সহযোগিতা করে স্বর্গের তীর্থযাত্রী হিসেবে সেই যাত্রাপথেই আমরা সকলে এগিয়ে যাই।

সকল খ্রিস্টানদের কাছে ক্রুশ গৌরব ও আনন্দের কারণ, সেই সাথে ক্রুশের মূল শিক্ষা আত্মদান ও ভালোবাসাও বটে। কারণ স্বয়ং খ্রিস্ট তাঁর পিতা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে এবং মানুষকে ভালোবেসে তিনি নিজেকে দান করেছেন। জীবন বাস্তবতায় আত্মদান বা নিজেকে দান করে দেওয়া সহজ বিষয় নয়। মুখে বলা সহজ হলেও কাজে বাস্তবায়ন করা তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র অন্যের প্রতি ভালোবাসা থাকলেই কাজটা কঠিন হলেও সহজে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ঈশ্বর ও মানুষকে ভালো যে বাসে, সে নিজেকে অন্যের বা অপরের মঙ্গলের জন্য দান করতে পারে।

আমাদের জীবনে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসিতা, আমিত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহংকার, হিংসা, রাগ ইত্যাদি ত্যাগ করতে আমরা জীবনে অনেক সময় কষ্ট পাই বা বিষয়গুলো ত্যাগ করা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কষ্টের মধ্যদিয়েই বিজয় অর্জিত হয়। আর সেই বিজয়ের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী। সাধারণভাবে তাই বলা যায়, ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা চিরস্থায়ী সুখ বা আনন্দরাজ্যে যেতে যে বিষয়গুলো আমাদের ত্যাগ করতে কষ্ট হয়, সেগুলোই আমাদের জন্য ক্রুশ। যেমন- আমাদের স্বার্থপরতা একটি ক্রুশ হতে পারে। কারণ বর্তমানে আমরা অনেকেই আছি যারা নিজেদের আরাম-আয়েশের কথা চিন্তা করে স্বার্থপরের মতো আমার/আপনার প্রতিবেশি বা পাশের বাড়ির অভাবী ভাই-বোনের খোঁজ খবর না নিয়ে বরং ভোগ-বিলাসিতায় দিন কাটাচ্ছি কিংবা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমার/আপনার এই ধরণের স্বার্থপর মনোভাব আমরা অনেক সময় ত্যাগ করতে পারিনা বা ত্যাগ করতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ, এই স্বার্থপরতা আমাদের ক্রুশ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমিত্ববোধ, অহংকার, অন্যায়, অন্যায্যতা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি আমরা অনেকেই ত্যাগ করতে পারি না বা ছাড়তে কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হলেও যিশুর প্রকৃত শিষ্য হতে গেলে আমাকে /আপনাকে নিজেদের এই ক্রুশগুলো বহন করতে হবে। কারণ পবিত্র বাইবেলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ নিয়ে আমায় অনুসরণ করুক" *(মথি ১৬:২৪)*। অর্থাৎ যিশুর প্রকৃত শিষ্য হওয়ার অর্থ হলো আত্মত্যাগ বা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে তাঁর অনুসারী বা অনুগামী হওয়া। আত্মত্যাগ বা নিজেকে অন্যের মঙ্গলের বা কল্যাণে দান করা সহজ কাজ নয় আবার অতি কঠিনও নয়। ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসা থেকেই আমরা তা সহজে করতে পারি। আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত আনন্দই হলো প্রকৃত আনন্দ বা গৌরব। যা স্বয়ং যিশুই আমাদের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশে আত্মোৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে আত্মদান ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আর এজন্যই আমাদের খ্রিস্টানদের কাছে 'পবিত্র ক্রুশ' গৌরব ও আনন্দের পাশাপাশি আত্মদান ও ভালোবাসার শিক্ষাও দান করে।

'ক্রুশ' ক্ষমা ও পরিত্রাণের উৎস। স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্ট মানব জাতিকে এতই ভালোবাসলেন যেখানে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে, মানব জাতিকে দিয়েছেন পরিত্রাণ এবং দেখিয়েছেন পরিত্রাণের পথ। এমনকি তিনি মানবজাতিকে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে ক্ষমার এক উত্তম আদর্শ বা দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর প্রচারকার্য শুরু থেকে ক্রুশ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পাপে পতিত মানব জাতিকে ক্ষমা করেছেন এবং এখনও ক্ষমা করে অনুতপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষমাশীল বলেই তিনি ক্রুশ নামক সিংহাসন থেকে মৃত্যুপূর্ব মুহূর্তে বলেছেন "পিতা ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে না" *(লুক২৩:৩৪)*। খ্রিস্ট যেমন ক্ষমাশীল ছিলেন তেমনি তাঁর অনুসারী বলে, ক্ষমাশীল হওয়াই আমাদের বিশ্বাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। তাই ক্রুশ আমাদেরকে পরম পিতার মতো ক্ষমাশীল বা ক্ষমার মানুষ হয়ে ওঠার আহ্বান করে। আমরাও যখন পরস্পরের অপরাধ ক্ষমা করব, তখন আমরা তাঁর সাথে একাত্ম হতে পারবো। পরস্পরকে ক্ষমা দিয়ে আমরাও পাবো পিতা ঈশ্বরের ক্ষমা এবং বাস করতে পারবো তাঁরই সান্নিধ্যে।

ক্রুশ আমাদের জীবনে আশা ও নব জীবনের পথ দেখায়। প্রভুযিশু ক্রুশ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে এনেছেন নতুন জীবন। পবিত্র ক্রুশ আমাদেরকে জগতের মায়া-মোহ, ভোগ-বিলাসিতা থেকে মুক্ত থেকে নব-জীবনের স্বাদ গ্রহণ করার বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছে। ক্রুশ আমাদেরকে দিয়েছে আধ্যাত্মিক মুক্তি। আর এই আধ্যাত্মিক মুক্তির মধ্য দিয়ে পেয়েছি আমরা নতুন জীবন।

'ক্রুশ' আমাদের জীবনে প্রত্যাশারও প্রতীক। আমরা অনেক সময় ভাবি বা মনে

*(বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)*

# শোকার্তা মারীয়া

## ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি

***ভূমিকা:*** ঈশ্বর কর্তৃক অনুগৃহীতা মারীয়া, নারীকুলে ধন্যা উপাধিতে নিজেকে গৌরবান্বিত এবং সরল ও নম্রতায় বিশ্ব মানব জাতির কাছে হয়েছেন অভিনন্দিত ও পেয়েছেন জননীর অধিকার। স্বর্গদূত দ্বারা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে মারীয়া যতটুকু বিচলিত হয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী চিন্তিত ছিলেন যে গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে তা পালন করা কত যে কষ্ট সাধ্য এবং মানবিক দৃষ্টিকে সহ্য করে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা সম্ভব কি না বিষয়টি নিয়ে। নারী জাতির মধ্যে মারীয়াকে নবীনা হবা নামেও আখ্যায়িত করা হল। কিন্তু প্রথম হবা জগতে নিয়ে আসলেন পাপ আর নবীনা হবা মারীয়া আনলেন তাঁর পুত্রের মাধ্যমে মানব জাতির পরিত্রাণ। নিজের পরিত্রাণ কাজে প্রভূত অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল ঈশ্বর পুত্রের জননী হয়েও দুঃখ-কষ্ট, আঘাত পাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাননি। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিয়সী নারী ও বিশ্ব জননী উপাধি পেয়েও মারীয়াকে পেতে হয়েছে চরম সাতটি আঘাত। তারপরও বিভিন্ন স্থানে দর্শন দিয়ে তাঁর কষ্টের কথা, দুঃখের কথা স্বীকার করে মানুষের পাপ স্বভাব ত্যাগ, প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকা, ক্ষমা, ভালোবাসা, সহনশীলতা, ধৈর্য দ্বারা নতুন পৃথিবী, নতুন মানুষ সৃষ্টিতে সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছেন। মা-মারীয়ার জীবন দর্শন, ধ্যান এবং তাঁর ত্রাণদায়ী কাজের প্রতি অনুগত হয়ে বিশ্বে শান্তি স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য তাঁর আবেদন। পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেন আমরা যেন হতাশ বা নিরাশ না হয়ে বরং মা মারীয়ার সপ্তশোকের ধ্যান করে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি ঈশ্বরের পরিকল্পনা। অবশ্য মারীয়ার যে কোন একটি কষ্টের তুলনায় আমাদের কোন কষ্ট নিতান্ত সহনীয় ও লাঘবযোগ্য। অতঃএব শোকার্তা মায়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর নির্দেশিত শিক্ষা, জীবন ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা যেন মা-মারীয়ার বিশ্বস্ত ভক্তে পরিণত হতে পারি। আমাদের দুঃখ-কষ্ট, সুখ-আনন্দ, সব কিছু মারীয়ার উদ্দেশে নিবেদন করি এবং প্রার্থনা জানাই তিনি যেন আমাদের শক্তি, ধৈর্য ও সাহস দেন এবং সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মেনে নিয়ে বিশ্বাসে অটল থাকতে পারি।

***মারীয়ার সপ্তশোক:*** মা-মারীয়াকে যে সকল দুঃখ-কষ্ট ও শোক বহন করতে হয়েছিল সেগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত বটে। কিন্তু জাগতিক সংসারে থেকেই এগুলো সংঘটিত হয়েছিল। তাছাড়া এগুলো ভাববাদীদের দ্বারা কথিত, বাস্তবসম্মত ও বিধান মোতাবেক। মারীয়া নিজ থেকে এগুলো কামনা বা প্রত্যাশা করেননি অথবা কাঙ্ক্ষিত নয়। তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। বলতে গেলে নীরবে ধৈর্য সহকারে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে এমনটি ধরে নিয়ে তিনি সাধ্যমত তা পালনে সচেষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বীকৃতি স্বরূপ। মানবিক দৃষ্টিতে এসব আঘাত সাধারণভাবে সহ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগত, বিশ্বস্ত এবং মানব মুক্তির কাজ ত্বরান্বিত করতে পুত্র যিশুর সহযোগী হিসেবে পালন করেছেন।

***সপ্তশোকের রাণী মা মারীয়ার সপ্তশোকগুলো:*** ১ম-যাজক শিমিয়ন কর্তৃক কষ্টকর ভবিষ্যদ্বাণী। ২য়-মিশর দেশে পলায়ন। ৩য়-যিশুকে মন্দিরে হারানো। ৪র্থ-যিশুর ক্রুশবহন দর্শন। ৫ম-যিশুর মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শন। ৬ষ্ঠ-পুত্র যিশুর মৃতদেহ কোলে স্থাপন। ৭ম-যিশুর সমাধি দর্শন। পবিত্র আত্মায় গর্ভবতী হয়ে মারীয়া ঈশ্বর পুত্রের জন্ম দিয়ে হলেন ঈশ্বর ও মানব জাতির জননী। আবার সেই পুত্রের কারণে জাগতিক সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টের সহভাগী হয়ে মানব জাতির মধ্যে হলেন মহীয়সী, স্বনামধন্যা, রোগীদের স্বাস্থ্য, পাপীদের আশ্রয়, দুঃখীদের সান্ত্বনাদায়িনী, খ্রিস্টানদের সহায়, শান্তির রাণীসহ ৫০টি বিশেষ গুণের অধিকারিণী। এগুলো মাতা মণ্ডলী জপমালা প্রার্থনার মধ্যে প্রতিনিয়ত জপ করার জন্য মারীয়ার ভক্তবৃন্দদের আহ্বান করেন। মারীয়ার সপ্তশোকের মালা আবৃত্তির দ্বারা ভক্তবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারে মায়ের জীবন দুঃখ-কষ্ট বর্জিত নয়। বরং এগুলো দৈনন্দিন জীবনের ক্রুশ মনে করে সহনশীলতা ও ধৈর্য সহকারে তা পালন করার মধ্যে যে আনন্দ ও গৌরব আছে তা উপলব্ধি করা।

***নারী জাতির শোকার্ত জীবন:*** মা-মারীয়া ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীতা নারী যিনি একাধারে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। আবার দুঃখ-কষ্ট ও আঘাতে জর্জরিত হয়ে ধৈর্য-সহ্য ও বিশ্বস্ততার পরিচয়ে আশিষ ধন্যা হয়েছেন সর্বযুগে, সর্বকালে। নারী বলতেই সর্বদা সুখে, শান্তিতে, আনন্দে জীবন কাটাবে এটা কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকে নির্ধারিত হয়নি। হবার কৃত অপরাধে প্রথম কষ্ট, সন্তান প্রসব বেদনা ধার্য করা হয়েছে। অতএব সংসার জীবনে কষ্টের যাত্রা সেখান হতেই শুরু। পরবর্তীতে স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামীর ঘরের আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি এমন কি নিজ বংশের মানুষ দ্বারা আঘাত, কষ্ট-দুঃখ প্রতিদিনকার ঘটনা। কিন্তু মারীয়ার জীবনে যে সব দুঃখ-কষ্টের চিত্র এক নয়। পরিস্থিতির স্বীকার, পরিবারের কাঠামো, মানুষের মন-মানসিকতা, ব্যবহারিক চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা, মৌলিক অধিকার সমূহ, ধর্মীয় অনুভূতি, বিশ্বাস ও ঈশ্বর ভীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে নারী জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-কষ্টের জীবন গড়ে ওঠে। তবে একথা সত্য যে, ঈশ্বর কোন মানুষকে এমন কোন কষ্ট-দুঃখে বা সমস্যা দেন না যা সহ্য করা দুরূহ বা সম্ভব নয়। মানুষ দ্বারা সৃষ্ট পাপ, রোগ শোক আবার তাদের শুদ্ধিতা, চেতনা, পরিবর্তন, প্রার্থনা, বিশ্বস্ততার দ্বারা সুখী সুন্দর জীবন যাপনের উপায় ও বিধান রয়েছে। আমরা একথা যেন মনে না করি, দুঃখ-কষ্ট, রোগ শোক ব্যতিরেকেই জীবন কাটাতে পারব। এগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের একটি মাধ্যম, যদিও তা কারো কাম্য নয়। এগুলো অবশ্যই থাকবে তবে ঈশ্বর নির্ভর থাকলে, বিশ্বস্তভাবে কাজকর্ম করলে, মানুষের কল্যাণে ও সাহায্যে এগিয়ে আসলে, যা ক্ষতিকর এমন কিছু থেকে বিরত থাকলে হয়তো ঈশ্বর আমাদের দুঃখ-কষ্ট অনেকটা লাঘব করবেন। কৃতকর্মের উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। ভাল কাজে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রার্থনা একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নারী সমাজ আজ অনেক বিষয়ে সচেতন। হিংসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, সমালোচনা, অহেতুক হয়রানি, নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। স্বামী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি সকলের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত নির্দেশিত পথের যাত্রী হওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। যে ভালোবাসার ফসল স্বরূপ মারীয়ার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর পুত্রকে আমরা লাভ করেছি, সে ভালোবাসা সকলের মধ্যে প্রচার করলেই আমরা হয়ে উঠতে পারব ঈশ্বরের সন্তান।

মারীয়ার জীবন আলোকে সকল স্তরের মানুষের জন্য মূলমন্ত্র যে কোন পরিস্থিতিতে কেউ যেন হতাশ না হয়। মারীয়ার মত নীরব ভূমিকা পালনে এ শিক্ষা গ্রহণ করে প্রভুর ইচ্ছা বুঝতে ও দুঃখ-কষ্ট ভোগে সহনশীল মনোভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রার্থনা ও অনুগ্রহ লাভে বিশ্বাসে অটল থেকে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়, ঐক্যবদ্ধ এবং আত্মায় এক থেকে সহভাগিতার জীবন যাপনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মারীয়া যেমন ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়েছিলেন আমরা মা-মারীয়ার মত প্রার্থনায়, ধৈর্যে, শুদ্ধতায় একাত্ম হয়ে কৃপা ও অনুগ্রহ লাভে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

# কুমারী মারীয়া: নতুন সিন্দুকের পবিত্র বাহক

## *কুমারী মারীয়ার কি আর কোন সন্তান ছিল?*

**পাভেল ফ্রান্সিস রোজারিও**

(গত ৩১ সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

এখন ধরি, যিশুর ১২ বছর হবার পরে মা মারীয়া যদি কোন সন্তান নিয়ে থাকেন- তাহলে আমাদের দু'টি বাইবেলের বিবরণের কথা ভাবতে হবে। এক, গালিলেয়ার কানা-নগরে বিয়ে উৎসবে যিশুর মা ও শিষ্যরা নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সময়ে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়াতে কুমারী মারীয়া যিশুকে অনুরোধ করে তাদেরকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন *(যোহন ২:১-১১)* আর দুই, (আমি ইতিমধ্যে কিছুটা বলেছি) ক্রুশের উপর থেকে যিশু যখন মা মারীয়াকে তাঁর প্রিয় শিষ্যের হাতে (যোহন লিখিত মঙ্গল সমাচারের লেখক নিজে) তুলে দিয়েছিলেন *(যোহন ১৯:২৬-২৭)*।

***১। কানা-নগরে বিয়ে উৎসব:*** মা মারীয়ার যদি আর কোন সন্তান থাকতোই, তাহলে তারাও কি সেই বিয়েতে উপস্থিত থাকতেন না? কিন্তু এখানে কুমারী মারীয়ার আর কোন সন্তানের নাম উল্লেখ করেনি; এমনকি সাধু যোসেফের নামও না। আর ঠিক এই ঘটনার বিবরণ থেকেই আমরা জানতে পারি যে, হয়তো জেরুসালেমে যিশুর হারিয়ে যাওয়া থেকে যিশুর প্রচার কাজ শুরু করা সময়ের মধ্যেই সাধু যোসেফ মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কারণ এই বিয়েতে তাঁর উপস্থিতির কথাও উল্লেখ নেই। আর এটা তো আমরা অনেকেই জানি যে, ঐ যুগে ইহুদী সমাজে একজন নারীর তেমন কোন মূল্য ছিল না, ছিল একজন পুরুষের। কিন্তু আমরা বরাবরের মতোই কুমারী মারীয়ার উপস্থিতির কথা সব জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছি - যা ঐ সমাজের প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো!

***২। ক্রুশের উপর থেকে মা মারীয়াকে প্রিয় শিষ্যের হাতে 'মা' পরিচয়ে তুলে দেয়া:*** প্রথা অনুসারে, কোন নারী যদি বিধবা হয়ে যায়, তাহলে তার দেখাশোনার দায়িত্ব গিয়ে পরে তার সন্তানদের উপরে। কিন্তু এখানে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না। কুমারী মারীয়ার যদি আর কোন সন্তান থাকতোই, তাহলে যিশু কেন ক্রুশের উপরে জীবন দানের ঠিক আগে আগে মা মারীয়াকে তাঁর কোন একজন প্রিয় শিষ্যের হাতেই তুলে দিলেন? সাধু যোসেফের পূর্বের ঘরের সন্তানদের কথা না হয় বাদই দিলাম, প্রথা অনুযায়ী নিজ সন্তানদের ঘরে না গিয়ে আরেকটি ছেলেকে নিজের সন্তান বলে তাঁর ঘরে ওঠাটা কি অযৌক্তিক নয়? ইহুদী সমাজ কি তা মেনে নেবে?

এবার হয়তো অনেকে বলতে পারে, যিশুর অন্য কোন ভাই ছিল এবং তাঁরা বয়সে ছোট ছিল বলেই (যিশুর ১২ বছর বয়সেও কোন ভাই না থাকাতে পরবর্তীতেও কোন ভাই হলে তাঁদের বয়স ১২-১৮ হতোই) তাঁর শিষ্যের হাতে তুলে দিয়েছিলেন! কিন্তু এখানেও তো যুক্তি দাঁড়ায় না। কারণ যিশুর যদি কোন ছোট ভাই থাকতো, তাহলে তাঁদের নাম বা উপস্থিতির কথা অবশ্যই বাইবেলে উল্লেখ থাকতো এবং 'এই দেখ তোমার মা' না বলে বরং বলতো 'এই দেখ তোমার মা ও ভাইয়েরা'। বাইবেলে কিন্তু এমন কোন কিছুর দেখাই আমরা পাই না।

যিশুর ভাইবোন থাকার আলোচনা এখানেই শেষ নয়। আমরা তো জানি যে, নতুন নিয়মের চারটি বই-ই গ্রীক ভাষাতে লেখা হয়েছে। এখন, বাইবেলের ঠিক যেখানে যেখানে যিশুর ভাইদের কথা উল্লেখ আছে *(মথি ১৩: ৫৫-৫৬; মার্ক ৩:৩১-৩৫; ৬: ৩)*, সেখানে ভাই শব্দটির জন্য adelphoi (গ্রীক শব্দ, যেহেতু নতুন নিয়মের ৪টি বই-ই গ্রীক ভাষাতেই লেখা হয়েছে) ব্যবহার করা হয়েছে আর এর অর্থ শুধুমাত্র এক মায়ের গর্ভে জন্মানো রক্তের ভাই-ই নয়, বরং এটা চাচাতো ভাই বা সৎভাইও হতে পারে - যেমনটা আদিপুস্তক ১৪: ১৪-এ লোককে আব্রাহামের 'ভাই' বলা হয়েছে।

আবার ১ বংশাবলী ২৩:২২ পদেও এলিয়াজারের কন্যাদের বিয়ে তাদের ভাইদের সাথে হওয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিল কন্যাদের চাচাতো ভাই। সেমিটিক ভাষাগুলিতে, যেমন আরামিক, যা যিশু ও তাঁর পরিবার কথা বলতেন, এ ধরনের বিস্তৃত ব্যবহার সাধারণ ছিল, যেখানে একটি এককশব্দ (যেমন, "aha") - বিভিন্ন আত্মীয়কে বোঝাতে ব্যবহার করা হতো। তার মানে, কেউ যদি প্রশ্ন তোলে যে, ভাই বলে সম্বোধন করেছে কেন, তখন আমরা বলতে পারি পুরাতন নিয়ম কিংবা নতুন নিয়ম - দুই জায়গাতেই অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের বুঝাতেও এই adelphoi বা এমন শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

এবার আসুন, আমরা এমন আদি খ্রিস্টমণ্ডলীর কোন কোন ধর্মতাত্ত্বিক, বাইবেল ভাষ্যকার ও দার্শনিকদের কথা শুনি, যারা মা মারীয়ার কুমারীত্ব নিয়ে কথা বলেছেন। প্রথমে আসা যাক প্রাচীন খ্রিস্টীয় বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্মতাত্ত্বিক, বাইবেল ভাষ্যকার ও খ্রিস্টধর্মের দার্শনিক চিন্তাধারার পথিকৃৎ অরিজেন (প্রায় ১৮৫-২৫৩ খ্রিস্টাব্দ) এর ভাষ্য নিয়ে। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার ক্যাটেখেটিক্যাল স্কুলের (Catechetical School of Alexandria) অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর লেখাগুলো ইদ মণ্ডলীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর মথি বিষয়ক ভাষ্য গ্রন্থে মারীয়ার চিরকুমারীত্বের পক্ষে যুক্তি দেন, ব্যাখ্যা করেন যে "ভাই" শব্দটি যিশুর আপন ভাই বোঝায় না, "যদি সুসমাচারের লেখক 'যিশুর ভাইদের' কথা উল্লেখ করেন, এতে কেউ বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ পিতৃপরিচয়বিহীন সুসমাচার এবং যাকোবের প্রোটোইভানজেলিয়ামের প্রথা অনুযায়ী, এসব লেখা থেকে জানা যায় যে তারা যোসেফের আগের পক্ষের স্ত্রীর সন্তান ছিলেন।" (*Commentary on Matthew10:17, Homily 7 on Luke*)

সাধু জেরোম Against Helvidius (প্রায় ৩৪৭ খ্রিস্টাব্দ - ৪২০ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে মারীয়ার চিরকুমারীত্বের পক্ষে কথা বলেছেন এবং যিশুর কথিত "ভাইদের" আসলে তাঁর চাচাতো ভাই বা যোসেফের আত্মীয় বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "যাদের আমরা যিশু খ্রিস্টের ভাই বলি, তারা মারীয়ার সন্তান ছিলেন না, বরং তাঁর বোনের ছেলে অথবা যোসেফের আত্মীয় ছিলেন" (Against Helvidius 14-16) যা যোহন তাঁর লিখিত মঙ্গল সমাচারেও উল্লেখ করেছেন *(যোহন ১৯:২৫)*।

সাধু আগষ্টিন (৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ - ৪৩০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর Sermon ৫১ গ্রন্থে মারীয়ার চিরকুমারীত্ব বিষয় নিয়ে লিখেছেন, "মারীয়া গর্ভধারণের সময় কুমারী ছিলেন, প্রসবের

সময় কুমারী ছিলেন, এবং প্রসবের পরেও কুমারী হয়েই রইলেন" এবং তাঁর এই সাক্ষ্য আদি মণ্ডলীর সর্বজনীন বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে।

পঞ্চদশ শতকের দিকে এফেসাস কাউন্সিল (৪৩১ খ্রিস্টাব্দ) আনুষ্ঠানিকভাবে মা মারীয়াকে থেওতোকোস (Theotokos) বা "ঈশ্বরের জননী" বলে ঘোষণা করেন, যার ফলে কুমারী মারীয়ার চিরকুমারীত্ব কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমি আমার লেখাটি শেষ করছি এজেকিয়েল ৪৪:২ ও ২ সামুয়েল ৬:৬-৭ পদের মধ্য দিয়ে। এজেকিয়েল ৪৪:২ প্রবক্তা এজেকিয়েল লিখেছেন, "প্রভু আমায় বললেন, 'এই দরজা বন্ধ থাকবে; এটি কখনো খোলা হবে না, এবং কেউ এর মাধ্যমে প্রবেশ করবে না, কারণ প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছেন।" - কুমারী মারীয়ার গর্ভ হল সেই পবিত্র মন্দির যেখানে ঈশ্বর প্রবেশ করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে সেই মন্দিরের প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে (বন্ধ প্রবেশদ্বার), কারণ পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের প্রভাবে যিশু খ্রিস্টের আগমনে সেই মন্দিরের প্রবেশদ্বার সীলবদ্ধ হয়েছে এবং এটি যিশুর জন্মের পরেও অক্ষত ছিল।

অন্যদিকে, ২ সামুয়েল ৬:৪-৭ প্রবক্তা সামুয়েল লিখেছেন, "এই ভাবে তারা পবিত্র সিন্দুক পাহাড়ের ওপরে অবীনাদবের বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল। উষ পবিত্র সিন্দুকের সঙ্গে সেই শকটে ছিল এবং অহিযো পবিত্র সিন্দুকের সামনে সামনে হাঁটছিল। দায়ূদ এবং সব ইস্রায়েলীয়, প্রভুর সামনে নাচছিল এবং নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল। এদের মধ্যে বীণা, ঢাকঢোল, খঞ্জনী, ঝাঁঝ করতাল এবং দেবদারু কাঠের বাদ্যযন্ত্রাদি ছিল। দায়ূদের লোকরা যখন নাখোনের শস্য মাড়াইয়ের উঠানের কাছে এলো, তখন গরুগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক শকট থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। উষ পবিত্র সিন্দুকটি ধরে ফেললো। কিন্তু প্রভু উষের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। উষ যখন পবিত্র সিন্দুক ছুঁয়েছিল তখন সে পবিত্র সিন্দুকের প্রতি যথাচিত সম্মান দেখায় নি। ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুকের পাশে উষ মারা গেল।"

এই ছোট ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, কোন প্রকার অসাবধানতাবশত হয়েও যদি ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুকে স্পর্শ করে, তার মৃত্যুই কাম্য - কারণ এটি সেই সিন্দুক যা ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং তাঁর মানুষের সঙ্গে করা চুক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল (আর্ক অফ দ্য কভেনেন্ট হিব্রু বাইবেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র বস্তু - এখানে ঈশ্বরের দেওয়া দশ আজ্ঞার পাথরের ফলকটি সংরক্ষিত ছিল)। ঠিক তেমনি কুমারী মারীয়া হলো নব যুগের নতুন সন্ধির সিন্দুক (the new Ark of the Covenant), যা প্রাচীনকাল থেকে প্রবক্তাদেরকে দেয়া ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিকে বহন করে- এক মুক্তিদাতা মসীহ আসবেন, যিনি কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন *(যিশাইয় ৭:১৪)*, বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করবেন *(মিকা ৫:২)*, দাউদের সিংহাসনে চিরস্থায়ী রাজত্ব করবেন *(২ শমূয়েল ৭:১২-১৩)*, আমাদের পাপের জন্য কষ্ট ভোগ করবেন *(যিশাইয় ৫৩:৫)*!

ঠিক যেভাবে পুরাতন আর্ক অফ দ্য কভেনেন্ট ঈশ্বরের উপস্থিতিকেই বহন করছিল, করছিল আমাদের কাছে দেয়া তাঁর সন্ধিকে, ঠিক তেমনি কুমারী মারীয়া ঈশ্বরের আদেশ মেনে একজন কুমারী কন্যা হয়েও যিশুকে নিজের গর্ভেধারণ করে নতুন সন্ধির যুগ সূচনা করেছিলেন এবং হয়েছিলেন new Ark of the Covenant - যা অস্পর্শযোগ্য! ***(চলবে)***


## ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

৭৪/৪ মণিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। রেজিস্ট্রেশন নং : ০১৩৩২/২০০৬

ফোন (অফিস)ঃ ০২-২২৩৩৩১৪০৫১, মোবাইলঃ ০১৮৬৪-২৯৩২৬৫, ই-মেইলঃ pcccu.ltd@gmail.com

স্মারক নং: ১৩৮৬/২০২৫ তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

### বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন'২০২৫ এর বিজ্ঞপ্তি

ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানীত সক্রিয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, সকাল ৯:০০ ঘটিকায় তেজগাঁও ফার্ম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০৪ মনিপুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৫ এ সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে সদস্যদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

**সভার কর্মসূচী :**

১. ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ: শুক্রবার, সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে তেজগাঁও ফার্ম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০৪ মনিপুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৫ এ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২৫ এর ভোট গ্রহণ চলবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন ভাইস- চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন সেক্রেটারী, ০১ (এক) জন ম্যানেজার, ০১ (এক) জন ট্রেজারার, ০৪ (চার) জন ডিরেক্টর সহ মোট ০৯ (নয়) জন কর্মকর্তাগণ সমবায় আইন ও বিধিমালা সংশ্লিষ্ট বিধানমতে সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।

২. ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা।

৩. ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা।

**ধন্যবাদ সহকারে**
আব্রাহাম গোমেজ
চেয়ারম্যান ব্যবস্থাপনা কমিটি

**অনুলিপি, সদয় অবগতির জন্যঃ-**
ক) জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা, ঢাকা (খসড়া ভোটার তালিকা সংযুক্ত)।
খ) মেট্রোপলিটান তেজগাঁও থানা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা (খসড়া ভোটার তালিকা সংযুক্ত)।
গ) অফিস নোটিশ বোর্ড (খসড়া ভোটার তালিকা সংযুক্ত)।

বিজ্ঞ/২০০/২৫

# আরমানিটোলার পুণ্য পুনরুত্থান গির্জা: সময়, বিশ্বাস ও বিস্মৃত ইতিহাসের স্মারক

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

(গত ৩১ সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

**৫. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির স্থান হিসেবে আর্মেনিয়ান চার্চ**

ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত 'চার্চ অব দ্য হোলি রেজারেকশন' কেবল একটি ধর্মীয় স্থাপত্য নয়, বরং এটি বাংলার আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ বাহক। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই গির্জাটি বাপ্তিস্ম, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ধর্মীয় উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে প্রবাসী আর্মেনীয়দের আত্মপরিচয় রক্ষার প্রধান প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল (Haig, 2000)। এই গির্জা প্রবাস জীবনের মাঝেও তাদের আধ্যাত্মিক চর্চা, জাতিগত ঐক্য, মিলন ও আর্মানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি বজায় রাখতে সহায়তা করেছে।

গির্জার আঙ্গিনায় স্থাপিত প্রাচীন সমাধি স্তম্ভ এবং শিলালিপিগুলো আর্মেনীয় ভাষায় উৎকীর্ণ- যেগুলো ১৮শ থেকে ২০শ শতকের শুরুর দিকে তৈরি। এগুলো শুধু কবরচিহ্ন নয়; বরং ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের জীবনগল্প বহনকারী নীরব সাক্ষী। এগুলোর মাধ্যমে আর্মেনীয় নামধারার পরিবর্তন, পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অভিবাসন ইতিহাস স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে (Karapetian, 1997)।

আজও এই গির্জায় কয়েকটি বার্ষিক ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয়- বিশেষত "হলি রেজোরেকশন" (ইস্টার বা প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্ব) আর "অল সোলস ডে"-তে (পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস, ২ নভেম্বর)। যদিও ঢাকায় আর্মেনীয়দের স্থায়ী বসবাস নেই বললেই চলে, তবুও আর্মেনীয় প্রবাসী সমাজ এবং আর্মেনীয় অ্যাপোস্টলিক চার্চের সহায়তায় ধর্মীয় স্মৃতিচারণমূলক এই উৎসব অব্যাহত রয়েছে। এই গির্জার রক্ষণাবেক্ষণে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি হলেন ইয়োসেফ (যোসেফ) মার্টিন। একজন নিঃস্বার্থ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তার নিরবচ্ছিন্ন যত্ন ও দায়িত্বশীলতা গির্জাটিকে জীবন্ত স্মৃতি হিসেবে টিকিয়ে রেখে গেছেন (Sarkissian, 2015)।

সার্বিকভাবে বলা যায়, এই চার্চটি শুধু একটি উপাসনালয় মাত্র নয়- এটি এতদ অঞ্চলের ইতিহাস, বিশ্বাস ও জাতিগত ধারাবাহিকতার এক জীবন্ত স্মারক। এর ভেতরকার প্রতীক, শিলালিপি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আর্মেনীয় জাতিগোষ্ঠীর অতীত, বর্তমান এবং আত্মপরিচয়ের সংযোগ রচিত হয়েছে।

**৬. প্রান্তিকতা, নগরায়ণ ও দখল আগ্রাসন**

ঢাকার পুরান অংশে অবস্থিত আর্মেনীয় গির্জা - দা আর্মেনিয়ান চার্চ অব হলি রেজারেকশন্- একসময় একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হলেও, আজ এটি প্রান্তিকতা, নগরায়ন আর ভূমি দখল-আগ্রাসন চাপের ফলে গুরুত্ব হারাচ্ছে। এক সময় গির্জাটি অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি এলাকায় অবস্থিত ছিল; কিন্তু বর্তমানে এটি ঘনবসতিপূর্ণ ভবন, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও যানজটপূর্ণ সড়কের মাঝে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পুরান ঢাকার বেহাল নগরায়নের প্রেক্ষাপটে এটি এক হতাশাজনক দৃষ্টান্ত।

ঢাকার নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়টি প্রায় অনুপস্থিত, বিশেষত যেসব স্থাপনাগুলো ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা অস্তমিত জনসমাজের স্মারক। এই অবহেলার ফলে আর্মেনীয় গির্জাটি প্রতীকী ও বাস্তবিক উভয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গির্জা প্রাঙ্গণের আশেপাশে অবৈধ স্থাপনা, দোকানপাট ও বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ার কারণে এর ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে (Chowdhury, 2014)।

এ ছাড়াও সরকারিভাবে গির্জাটিকে পর্যাপ্ত আইনগত সুরক্ষা দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার তুলনায় এই গির্জাটি যেন এক 'আইনবহির্ভূত' অবস্থায় পড়ে আছে। যদিও এটি পর্যটন সাহিত্য ও কিছু শহর-ঐতিহ্য আলোচনায় স্থান পায়, তবুও এটি রাষ্ট্র বা সিটি কর্পোরেশন থেকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা আর্থিক সহায়তা পায় না (Rahman & Kabir, 2018)। এটি এক বৃহত্তর ধর্মীয় সমাজের বিশেষ এক প্রবণতার প্রতিচ্ছবি, যেখানে অমুসলিম বা ঔপনিবেশিক স্থাপত্যগুলো যথাযথ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়।

পুরান ঢাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এক সময় এই এলাকাটি আর্মেনীয়, গ্রীক, ইহুদি, পর্তুগীজ কাথলিক, মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য বহুজাতিক এক মিলনকেন্দ্র ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তা একঘেয়ে সংস্কৃতিতে রূপ নিয়েছে। জমির মূল্য বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও তাদের স্মারকসমূহ প্রান্তে ঠেলে পড়েছে-জায়গা-জমি ও মন-অন্তর উভয় অর্থে। আজ অনেক স্থানীয় বাসিন্দাই গির্জাটির ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত নন। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডও খুব সীমিত, যা কেবল বার্ষিক বা বিশেষ উপলক্ষে বিদেশি ধর্মযাজক বা আর্মেনীয় দর্শনার্থীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় (Haig, 2000)।

এই প্রান্তিকতা রোধে স্থানীয় জনগণ ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও স্বেচ্ছাসেবক প্রয়াত জোসেফ মার্টিনের মতো ব্যক্তি এই গির্জাটির রক্ষণাবেক্ষণে নিরলস কাজ করছেন, তথাপি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ নির্ভরশীল থাকা উচিত নয়। বরং সরকার বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় সংস্থা ও দেশ-বিদেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণবিদদের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এই গির্জাটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, ঢাকার বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে (Sarkar, 2021)।

সার্বিকভাবে বলা যায়, পুরান ঢাকার আর্মেনীয় গির্জাটি হারিয়ে যাওয়া এক বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের প্রতীক। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়- কীভাবে নগরায়নের চাপে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্মারকসমূহ প্রান্তিক হয়ে পড়ে। যথাযথ আইনগত সুরক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ছাড়া, এই ধরনের স্থাপনাগুলো কেবল ভৌত দিক থেকেই নয়, ইতিহাস ও পরিচয়ের ধারক হিসেবেও বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে।

**৭. ঢাকার বিশিষ্ট আর্মেনীয় ব্যক্তিত্ব**

ঢাকার আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যাদের অবদান শহরের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে গঠন করেছে, তারা হলেন-

**৭.১ নিকোলাস পিটার পোগোজ:** ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার; ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার প্রথম বেসরকারি বিদ্যালয় পোগোজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৭০-এর দশকে ঢাকা পৌরসভার কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (Wikipedia)।

**৭.২ হার্বার্ট মাইকেল শিরকোর:** ব্যবসায়ী ও নাগরিক নেতা; নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে

অর্ডার অব দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার (CIE) উপাধিতে ভূষিত হন (Wikipedia)।

***৭.৩ ক্যাচিক মিনাস, মাইকেল সারকিস, আন্তবাসাতুর গাভর্ক ও মারগার পোগোজ:*** ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে চার্চ অব দ্য হোলি রেজারেকশন প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান ও নির্মাণে প্রধান ভূমিকা পালন করেন (Dhaka Tribune; MassisPost)।

এই জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ প্রমাণ করেন যে ঢাকার আর্মেনীয় সম্প্রদায় একসময় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও নেতৃত্বে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং শহরের ঐতিহ্যবাহী বিবিধ প্রতিষ্ঠান গঠনে মৌলিক বা প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা রেখেছিলেন।

**৮. চার্চ সম্পর্কিত অ্যাখ্যান ও আর্মানীয় সম্প্রদায়ের কিছু গল্প**

***৮.১ মাইকেল জোসেফ মার্টিন (মিকেল হোসেপ মার্টিরোসিয়ান):*** মার্টিন ছিলেন কার্যত ঢাকার শেষ আর্মেনীয় বাসিন্দা ও চার্চ অব দ্য হোলি রেজারেকশন- এর দীর্ঘদিনের তত্ত্বাবধায়ক, যিনি প্রায় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বৃহত্তর সম্প্রদায় প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তিনি চার্চের স্থাপত্যগত রক্ষণাবেক্ষণ ও আধ্যাত্মিক অখণ্ডতা বজায় রেখেছিলেন (Wikipedia; HyeTert; Reddit)। একটি হৃদয়স্পর্শী কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, মার্টিন প্রতিদিন প্রথম সারির বেঞ্চে বসে প্রার্থনা করতেন- যা আজও তাঁর আর না ফেরার অনুপস্থিতির মাঝেও দর্শনার্থী পরিমণ্ডলে তাঁর অবিচল উপস্থিতি অনুভূত হয়। আর্মানিয় মিকেল হোসেপ মার্টিরোসিয়ানকে ভক্তজনদের পক্ষ থেকে ভক্তির প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি দিতেই হয় (HyeTert)।

***৮.২ আর্মেন আর্সলানিয়ান এবং আন্তঃধর্মীয় উদ্যোগ:*** তিনি মি: মার্টিনের প্রবাসে চলে যাবার পর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর্মেন আর্সলানিয়ান- আর্মেনীয় গণহত্যায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের বংশধর। প্রিয় চার্চটিকে তিনি কেবল একটি ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি আন্তঃধর্মীয় সম্প্রদায় উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার মধ্যে রয়েছে খাদ্য বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা, এবং পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুলের মতো স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান (AGBU)।

***৮.৩ আর্মানিটোলা: আর্মেনীয় পাড়া ও তার উত্তরাধিকার:*** এলাকার নাম আর্মানিটোলা- অর্থাৎ "আর্মেনীয়দের স্থান"- একদা সমৃদ্ধ আর্মেনীয় বসতির স্থায়ী চিহ্ন। গল্পে বলা হয়, এই সম্প্রদায় সিল্ক, বস্ত্র, আফিম, চামড়া, পাট ও লবণ ব্যবসায় কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। ঢাকার বিখ্যাত রূপলাল হাউস ও পানিয়াটির ভবন এর মতো আরও অনেক প্রাসাদ তাদের মালিকানায় রেখেছিল। ঢাকায় প্রথম ঘোড়ায় টানা গাড়ি ও পাশ্চাত্য ধাঁচের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর চালু করেছিল ঢাকার আর্মনীয়রাই (MassisPost; HyeTert; The Daily Star Images)।

***৮.৪ আর্মানিয় সমাধি ও কয়েকটি সমাধি-লিপি***

পবিত্র পুনরুত্থান গির্জা, আরমানিটোলা, ঢাকার সমাধিফলকগুলো মূলত আর্মেনীয় ভাষায় লিখিত, তবে কিছু কিছু ইংরেজিতেও আছে- বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, যখন ঢাকার আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি প্রচলিত হয়ে ওঠে।

পুরোনো সমাধিফলকগুলো (অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত) সাধারণত প্রাচীন আর্মেনীয় ভাষায় খোদাই করা, যা মাঝে মাঝে বাইবেলের উদ্ধৃতি বা কাব্যিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তী সময়ের কিছু সমাধিফলকে দ্বিভাষিক লেখা দেখা যায়- উপরে আর্মেনীয়, নিচে ইংরেজি।

***৮.৪.১ Avietes (15 August 1714):*** গির্জা প্রাংকে সবচেয়ে পুরনো সমাধি হিসেবে একটি পাথরে "অভিয়েটস - ১৫ আগস্ট ১৭১৪" তারিখ দেখা যায়; এটি প্রমাণ করে আর্মেনীয় ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি এই পুণ্য পুনরুত্থান গির্জা নির্মাণের আগেও ছিল (Armenian Weekly, 2023).

***৮.৪.২ William Harney (1830-1901):*** উইলিয়াম হার্নির সমাধিতে উৎকীর্ণ শ্লোকটি এরূপ: "It was hard to part with you grandpa. No eyes can see me weep. But ever in my aching heart your beautiful memory keep."

***বাংলা অনুবাদ:*** "তোমা থেকে বিদায় নেওয়া কষ্টকর ছিল দাদু। তোমার কোন চোখই আমার কান্না-বিলাপ দেখতে পায় না। কিন্তু আমার দগদগে ব্যথিত হৃদয়ে তোমার সুন্দর স্মৃতি অক্ষুণ্ন থাকবে" (The Daily Star: Heritage piece).

***৮.৪.৩ Catchick Avietick Thomas (24 Sep 1877):*** ক্যাচিক অ্যাভিয়েটিক থমাস সমাধি ফলকে তার বিধবা স্ত্রীর উৎসর্গ ভাষ্য: "A fond wife's tribute to her deeply mourned and best of husbands. CATCHICK AVIETICK THOMAS died 24th September 1877 aged 56 years."

***বাংলা অনুবাদ:*** "এক অনুরাগী স্ত্রীর, গভীরভাবে শোকাভিভূত, তার শ্রেষ্ঠ স্বামীর প্রতি নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ। ক্যাচিক অ্যাভিয়েটিক থমাস, মৃত্যুবরণ করেন ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে, বয়স হয়েছিল ৫৬।" (BACSA / Khachkars in Dhaka, grave description).

৮.৪.৪ Gulta Michael (1760-1764), Ripsima Minas (1763), Sophy Catchick (1764)

***বাংলা সূত্রবর্ণনা:*** গুলতা মাইকেল / রিপসিমা মিনাস / সোফি ক্যাচিক - (১৭৬০-১৭৬৪ এর মৃত্যু তালিকার কয়েকটি পুরনো শিলালিপিতে এই কয়েকজন আর্মেনীয় পুরুষ ও নারীর নাম ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক লেখা আছে - যেমন "GULTA daughter of Parsadan … wife of Michael" BZ¨vw`| (Armenian graves Dhaka, Internet Archive, Wikimedia Commons)

***৮.৪.৫ Senekerim T. M. Highcazony (1897 & Family):*** "সেনেকেরিম টি.এম. হাইজাজনি ও তাঁর পত্নীর সমাধি (১৮৯৭) - ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে শিলালিপি ও শিলাশিল্পে আর্মেনীয় ক্রসে খোদাই করে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্মারক উল্লেখ আছে (BACSA)।

**৯. আন্তধর্মীয় সহাবস্থান ও প্রতীকী তাৎপর্য**

ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত 'দ্য চার্চ অব দ্য হলি রেজারেকশন' একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাড়ায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে অনন্য অবস্থান দখল করে আছে। ঐতিহাসিকভাবে আর্মেনীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই চার্চ শুধুমাত্র উপাসনালয় নয়, বরং পুরান ঢাকার নগর জীবনের বহুবিধ ধর্মীয় বৈচিত্র, সহাবস্থান এবং জটিল সামাজিক সম্পর্কের নিস্তব্ধ সাক্ষী। আর্মেনীয় জনসংখ্যার ব্যাপক হ্রাস এবং প্রায় বিলুপ্তির মধ্যেও এই চার্চ মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবেশে প্রতীকী গুরুত্ব ধরে রেখেছে (Ahmed, 2014)।

চার্চের আশপাশে সহাবস্থানের গতি-প্রকৃতি জটিল ও বহুমাত্রিক। যদিও আশেপাশের এলাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম, স্থানীয় মানুষের চার্চ সম্পর্কে মনোভাব সম্মানসূচক স্বীকৃতি থেকে শুরু করে নিরপেক্ষ উদাসীনতা পর্যন্ত বিভিন্ন রকম। বিরূপতা বা শত্রুতার ঘটনা কম হলেও এর নজীর আছে। অনেক বাসিন্দা চার্চটিকে প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে না দেখে একটি স্থাপত্য নিদর্শন বা ঐতিহাসিক কৌতূহল হিসেবে গ্রহণ করেন। এই নিরপেক্ষ অবস্থান বিপরীতমুখী প্রভাব ফেলে; স্থানীয় জনগণের সক্রিয় ধর্মীয় অংশগ্রহণের অভাব আছে বিধায় ধর্মীয় সংঘাতের ঝুঁকি অনেক কম। ফলে চার্চটি একটি সাংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে টিকে আছে (Chowdhury, 2020)।

ঐতিহাসিকভাবে পুরান ঢাকা একটি বহুজাতিক ও বহুধর্মীয় শহর ছিল, যেখানে

আর্মেনীয়, হিন্দু, মুসলিম, গ্রীক ও ইহুদি সম্প্রদায় মিলে শহরের বহুমাত্রিক চরিত্র গড়ে তুলেছিল। চার্চ অব দ্য হলি রেজারেকশন সেই বহুধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ ছিল, যা আর্মেনীয় সংখ্যালঘুর জন্য আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। যদিও এলাকার জনসংখ্যার গঠন ব্যাপক পরিবর্তিত হয়েছে, চার্চটি এই বহু-সংস্কৃতিক অতীতের একটি স্মৃতিচিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে, যা সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার ঐক্য ও ঐতিহ্যবাহী সহাবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (Karapetian, 1997)।

চার্চটির প্রতীকী তাৎপর্য শুধুমাত্র তার ধর্মীয় কার্যাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আধুনিক বাংলাদেশের ধর্মীয় বহুত্ববাদের বিকাশে এটি একটি প্রেরণাদায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। যেখানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ রাষ্ট্রীয়-সামাজিক আলোচনায় প্রাধান্য রাখে, সেখানে এই ধরনের সংখ্যালঘু ধর্মীয় স্থানগুলো দেশের বৈচিত্রময় ঐতিহাসিক চিত্রের স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে কাজ করে। এই স্থানগুলোর সংরক্ষণ ও স্বীকৃতি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে (Smith, 2006)।

আর্মেনীয় চার্চের মতো ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষণ ও সমাজে সম্পৃক্ততার সুযোগও প্রদান করে। এগুলো স্থানীয় ও পর্যটক উভয়কে ধর্মীয় সীমানার বাইরে গিয়ে ঐতিহাসিক ঐক্য ও পারস্পরিক সম্মানের শিক্ষা নিতে উৎসাহিত করে। স্থানীয় সম্প্রদায়, ধর্মীয় নেতা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণকারীদের অংশগ্রহণে এই স্থানগুলো সংলাপ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, যা সামাজিক ঐক্যকে জোরদার করে (Rahman & Kabir, 2018)।

তবে, এই সম্ভাবনাগুলো পূরণ করতে সংখ্যালঘু ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোকে জাতীয় ঐতিহাসিক বিবরণ এবং নগর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে অনেক ঐতিহাসিক স্থান সরকারী নীতিমালা এবং নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার বাইরে থাকায় তাদের প্রবেশাধিকার ও দৃশ্যমানতা সীমিত। সরকারি সংস্থা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলোকে রক্ষা করা ও তাদের ধর্মীয় বৈচিত্রের রক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিকাশ করা সম্ভব (Sarkar, 2021)।

সার্বিকভাবে, আরমানিটোলা চার্চটি প্রমাণ করে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নিদর্শনসমূহ সম্মান, নিরপেক্ষতা ও মাঝে মাঝে অবহেলার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মধ্যেও টিকে থাকতে পারে। এর অস্তিত্ব বাংলাদেশের বহুধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি মূল্যবান প্রতীক এবং আন্তঃধর্মীয় ঐক্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রচারে সংখ্যালঘু ধর্মীয় স্থানগুলোর সুরক্ষার গুরুত্বকে স্পষ্ট করে। ***(চলবে)***

---

*(০৮ নং পৃষ্ঠার পর)*

করে থাকি যে, মৃত্যুতেই আমাদের জীবন শেষ বা সমাপ্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে আমরা মৃত্যুর পরেও পরম পিতার সাথে একাত্ম বা মিলিত হবো। সাধু পলের কথা অনুসারে, "যিশু যে পাপের ফলে মৃত হয়েছিলেন- একবার, চিরকালের মতো, তেমনি তিনি এখন জীবিতও আছেন ঈশ্বরেরই জন্য" *(রোমীয় ৬:১০)*। তাই খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে "আমরাও পাপের দিক থেকে তাঁরই সাথে মৃত এবং জীবিতও হবো তাঁরই (যিশু) আশ্রয়ে" *(রোমীয় ৬:১১)*। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে যিশুর ক্রুশের সাথে আমরা যেমন মৃত হয়েছি, তেমনি যিশুর পুনরুত্থানের ফলে আমরা নব-জীবন লাভ করেছি এবং স্বর্গীয় পিতার সাথে মিলিত হওয়ার যোগ্যও হয়ে ওঠেছি। স্বর্গীয় পিতার সাথে মিলিত হওয়ার একমাত্র উপায় হলো নিজের ক্রুশ বহন করে খ্রিস্টকে অনুসরণ করা এবং তাঁরই দেখানো পথে এগিয়ে যাওয়া। কারণ জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে খ্রিস্টের ক্রুশ হয়ে ওঠে আমাদের আশার আলো ও প্রত্যাশার প্রদর্শক। আমরা সাধু-সাধ্বীদের জীবন আলোকপাত করে দেখতে পাই যে, তাঁরা জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে ক্রুশকে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং নিজের জীবনের দুঃখ-কষ্টকে গভীরভাবে ধ্যান করে সে দুঃখ-কষ্টকে যিশুর ক্রুশের সাথে তুলনা করেছেন। যার ফলে তাঁদের জীবনে ক্রুশ হয়েছে শক্তি ও প্রেরণার উৎস। তাইতো তাঁরা নিজ জীবনে দেখতে পেয়েছেন ক্রুশের মহিমা বা মাহাত্ম্য।

জীবনে দুঃখ-কষ্ট বা ক্রুশ আছে বলেই আমরা মানব জাতি নিজ জীবনের দুঃখ-কষ্ট বা ক্রুশ থেকে উত্তরণ বা মুক্তি লাভের চেষ্টা করি বা মুক্তির উপায় খুঁজি। অন্যভাবে বলা যায়, জীবনে ক্রুশ আছে বলেই আশা এবং প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের পাপ অবস্থা থেকে উত্তরণ বা মুক্তির চেষ্টা করি। আমাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে আমরা প্রত্যেকেই বিজয়ী হতে চাই। কিন্তু আমরা অনেকেই অনেক সময় নিজ জীবনের কষ্ট বা ক্রুশ দেখে এই জীবন সংগ্রামে থেমে যাই বা জীবনের ক্রুশ বহনে অনীহা দেখাই। পবিত্র ক্রুশ আমাদের অনুপ্রেরণার প্রতীক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল বাঁধা বা সমস্যার সম্মুখীন হই, তা যদি আমরা সাধু-সাধ্বীদের মতো যিশুর ক্রুশের সাথে তুলনা করি এবং জীবনে যিশুর ক্রুশকে একটু গভীরভাবে ধ্যান করি, তাহলে দেখা যাবে যে, আমাদের বাঁধা বা সমস্যাগুলো দুঃখ-কষ্টে পরিণত হওয়া অপেক্ষা বরং তা শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ক্রুশময় হয়ে উঠেছে। আজ আমরা সকলেই করোনা নামক ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে আছি এবং তাই আমাদের সকলকে এই ক্রুশকে বহন করেই সামনের দিকে পথ চলতে হবে এবং মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। যিশুর সেই পবিত্র ক্রুশ আমাদেরকে শক্তি ও প্রেরণা দিচ্ছেন, আমরা সকলেই যেন নিজের ক্রুশ বহন করি এবং অন্যকেও ক্রুশ বহন করতে সাহায্য করি। বাস্তবতা লক্ষ্য করে বলতে হয় যে, বিশ্বে যুদ্ধ বিগ্রহ নামক এই ক্রুশ থেকে মুক্তি লাভের উপায় হলো প্রার্থনা ও আমাদের সচেতনতা। নিজ সচেতনতা এবং প্রার্থনা দ্বারাই আমরা এই ক্রুশ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো। আর তাই যিশুর পবিত্র ক্রুশ আমাদেরকে এই ক্রুশের উপর বিজয়ী হওয়ার শক্তি ও প্রেরণা দান করবেন।

যিশুর পবিত্র ক্রুশ আমাদের মানব জীবনের পরিত্রাণ এবং মুক্তির একমাত্র উৎস। ক্রুশ আমাদের গৌরব, মহিমা, আশার আলো, প্রত্যাশা ও নব-জীবনের প্রতীক এবং ভালোবাসার প্রকাশ। সত্যিকার অর্থেই আমরা যখন গভীরভাবে যিশুর ক্রুশমৃত্যুকে নিয়ে ধ্যান করি, তখন তাঁর ক্রুশের মাহাত্ম্য দেখে আমরা সত্যিই আশ্চর্য হই। আহা! এই ক্রুশের মাহাত্ম্য সত্যিই অপরূপ। এই ক্রুশ খ্রিস্টের ভালোবাসা ও ক্ষমার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত। এই ক্রুশ থেকেই প্রবাহিত হয়েছে শাশ্বত জীবনধারা। এই ক্রুশই দেখিয়েছে পাপ থেকে মুক্তির পথ এবং দিয়েছে পরিত্রাণ। তাই এই ক্রুশ মহান, এসো এই ক্রুশের করি গুণগান। পরিশেষে ক্রুশের এই ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে গানের সুরে বলি-

**"হে ক্রুশ পবিত্র, আমাদের একমাত্র মুক্তির আশা**

**তোমাকে আমরা নত মস্তকে প্রণাম করি"**

**- (গীতাবলী-৯১৩)**

***কৃতজ্ঞতা স্বীকার-***

*১. প্রতিবেশী-২০২০ খ্রি: (সম্পাদকীয়, সংখ্যা: ৩৩, বর্ষ: ৮০)*

*২. প্রতিবেশী-২০২০খ্রি: (ক্রুশ খ্রিস্টের ভালোবাসার প্রকাশ- ফা: ফিলিপ তুষার গমেজ, সংখ্যা: ৩৩, বর্ষ: ৮০খ্রি:)॥*

# জীবনের স্বার্থকতা কোথায়?

**ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি**

জীবন মানে কী? জীবন বা প্রাণ এমন একটি অবস্থান যা একটি জীবকে জড় পদার্থ ও মৃত অবস্থা থেকে পৃথক করে। খাদ্য গ্রহণ, বিপাক, বংশবৃদ্ধি, পরিচালন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড জীবনের জীব বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। প্রোটোপ্লাজসের ক্রিয়াকলাপকে জীবন বলা হয়।

মানুষের জীবন দুইটি। ক্ষণস্থায়ী জীবন ও দীর্ঘস্থায়ী জীবন। 'ক্ষণস্থায়ী জীবন' হলো এ পৃথিবীতে আমরা যতদিন থাকি এবং দীর্ঘস্থায়ী জীবন বা অনন্ত জীবন, সে জীবন শুরু হয় মৃত্যুর পরে। আল হাদিসের মতে, "মৃত্যু হচ্ছে অনন্ত পথযাত্রার প্রথম ধাপ"। তাই বলা হয় যে, "এ জীবন নিয়ে যাবে, সেই জীবনের কাছে"। জীবন মানে খাওয়া-দাওয়া ও ফূর্তি করা নয়, বরং ভালো বা উত্তম কিছু করার, যা আমাদের অনন্ত জীবন লাভের সহায়ক হবে।

এ পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও অনেক মূল্যবান কারণ, এ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনের সঞ্চয় করি বা অনন্ত জীবনে যাওয়ার পথ প্রস্তুত করি। আর সেই পথ হলো, "মৃত্যু"। প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয় ও হবে।" আল কোরআনের "মৃত্যু" হলো এ জীবন থেকে পর জীবন বা অনন্ত জীবনে যাওয়ার একমাত্র উপায়। মৃত্যুর স্বাদ সকলকেই পেতে হবে আগে অথবা পরে। এইচ অকম এর মতে "মানুষের জীবনে দুইটা সক্ষমতা থাকে, একটা হচ্ছে মূল্যবান আর একটা হচ্ছে মূল্যহীন"। এই মূল্যবান ও মূল্যহীন সময়টা মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে এসে থাকে। কারণ, অনন্ত জীবনে মূল্যহীন সক্ষম বলতে কিছুই থাকে না বা থাকবে না। অনন্ত জীবনই সুখের জীবন বা চির শান্তির ও সুখের জীবন। অনন্ত জীবন অনন্ত কাল স্থায়ী, জয়ের ও গৌরবের কিন্তু দুঃখের নয়, অশান্তির নয় বরং চির শান্তি ও সুখের জীবন।

মানুষ যতদিন এ পৃথিবীতে থাকে ও থাকবে, ততদিন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছেন, "জীবন অনিশ্চিত. তাই ভয় পেয়ো না, সাহসের সাথে এগিয়ে যাও"। এ জীবনটা ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চিত হলেও সাহসের সাথে এগিয়ে যেতে হয়। কারণ 'সাহস" বলতে বুঝায় যে, ক্ষণস্থায়ী এ জীবনটা যেন অন্যায়, অত্যাচার, মানুষের প্রতি অন্যায় অত্যাচার, অমঙ্গল করা থেকে বিরত হয়ে, মানুষের মঙ্গল করা এবং ন্যায় ও সৎ পথে জীবনযাপন করা। আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, "জীবন অনিশ্চিত, তাই প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাও"। আমাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবনটা যত বেশি ভালো কাজে ব্যবহার করা যাবে, অন্যের মঙ্গল করা যাবে, তাতে নিজেরই মঙ্গল বা অনন্ত জীবনে মঙ্গল হবে। যেমন ছোট একটি বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বৃহৎ একটি বৃক্ষ, তেমন ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যে লুকিয়ে আছে অনন্ত জীবনের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর নির্ভর করে বা বিচার বিবেচনা করে বা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের কালই আমাদের অনন্ত জীবন। কথায় বলে যেমন কর্ম

তেমন ফল। তাই অনন্ত জীবন নির্ভর করে আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর।

তখনই পরোজীবনে বা অনন্ত জীবনে বা অনন্ত জীবনের ধন বা সম্পদ সঞ্চয় করা হয়। সেই জন্য বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন এর পরামর্শ অনুসারে সৎ সাহস ও ভালো মনোভাব নিয়ে প্রতিটা মুহূর্তকে ভালো কাজে ব্যবহার করতে হবে। ভয় পেয়ে বা স্বার্থের জন্য অনৈতিকভাবে জীবনযাপন করলে কেউই পরোজীবনে প্রবেশ করতে পারবে না। হুমায়ুন আহমেদ বলেছেন, "জীবন অনিশ্চিত, তাই প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করতে হবে"। এ জীবনের মধ্যে রয়েছে পর জীবনে সুখ ও শান্তি। পরোজীবনকে আমরা দেখি না, এমনকি কিছুই জানিও না, পরবর্তী জীবন আমাদের কী হবে, বা আমরা কী পাব বা পাব না। আমরা এ জীবনে যত ত্যাগী হবো, পরবর্তী জীবনে ততবেশি পাবো। এ জীবনে যত ভালো সৎ জীবন যাপন করবো, পরবর্তী জীবনে ততই সুখি হবো, এ জীবন যত পবিত্রভাবে থাকবো পরবর্তী জীবন ততই ভালো থাকবো।

সক্রেটিস বলেন, "জীবনের অনিশ্চিয়তা জ্ঞানের সূচনা"। এ জ্ঞান নিজে জানার ও সৎভাবে জীবন-যাপন করার। এ জ্ঞান উপলব্ধি, আমরা শূন্য হাতে জন্মগ্রহণ করেছি, নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিনি, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনায় হয়েছে বা পেয়েছি। আবার একইভাবে আমরা খালি হাতে, ঈশ্বরের ইচ্ছা সবকিছু ছেড়ে একদিন চলে যাব। সেদিন কেউই আমাদের ধরে রাখতে পারবে না, বা কিছুই আমাদের সাথে নিয়ে যাবো না।

এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে কেন এতো ক্ষমতা, শক্তি, এতো দাম্ভিকতা, এতো অর্থ-ধন সঞ্চয় পিছনে ছুটাছুটি, কেন এত অহংকার, কেন এত মারামারি, হানা-হানি, ক্ষমতার দাপট, কেন নিজের সুখে ও ক্ষমতার জন্য ন্যায়কে ভুলে অন্যায় অপরাধ করতে পিছ পা হয় না, হয় না অন্যায়ভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে, এমন কী অন্যের প্রাণ কেড়ে নিতে। ক্ষণস্থায়ী এই পার্থিব জীবন দ্রুত ফুরিয়ে যায় এবং পরকালীন জীবন অনন্ত ও স্থায়ী। তাই ক্ষণস্থায়ী জীবন ছেড়ে চিরস্থায়ী জীবনের চিন্তাভাবনা করতে পারলেই অনন্ত জীবনে সফল হওয়া যায়।

পরিশেষে. সক্রেটিসের ভাষায় বলা যায় যে, সে-ই জ্ঞানী, যে এ অনিশ্চিত জীবনকে ভালোভাবে ব্যবহার করে পরবর্তী জীবনে চিরস্থায়ী ভাবে সুখে ও শান্তিতে থাকার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এ জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সবাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করব। ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য সুখ কখনো পরিপূর্ণতা পায় না। এ জীবনের অসৎ উপায়ের অর্জন, পরোজীবনের কোন কাজে প্রয়োজন হয় না। আর অনন্ত জীবন হলো, আমাদের বিশ্বাসের জীবন, স্বর্গবাসী হওয়া।

"যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকাল স্থায়ী" *(১ম যোহন ২: ১৭ পদ)*। আমাদের পাপের ফলে অনন্ত জীবন হারিয়ে ফেলি। পবিত্র বাইবেলে দেখি যে, "কেননা পাপের বেতন, মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টেতে অনন্ত জীবন" *(রোমীয় ৬: ২৩ পদ)*। আসুন আমরা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখি ও ভালোভাবে জীবন যাপন করি এবং যিশুর বাণীর উপর নির্ভর করে ক্ষণস্থায়ী জগতে ধর্মীয় শিক্ষা, মূল্যবোধ ও নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করি।" যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাবে এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায় সে তাহা রক্ষা করিবে" (মথি ১০: ৩৯ পদ)।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার:**

'শিক্ষা মনোবিদ্যা' লেখক, সুশীল রায়, সোমা বুক এজেন্সী. ৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৭০০০০৯, খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে "ঐশবাণীধ্যান" সাধু বেনেডিক্ট মঠ,মহেশ্বরপাশা, খুলনা, ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট, পবিত্র বাইবেল, বিশ্বাসের মানুষ, লেখক জীন গসেলিন আরনল্ড

# সরল চিত্তের মানুষ

**পিটার প্রভঞ্জন কারিকর**

আজকাল মানুষের মুখে শোনা যায়, গ্রামের মানুষের ভিতর আগের সেই সরলতা আর পাওয়া যায় না। কারণ হিসাবে অধিক জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক কর্ম-কাণ্ডের অভাব, ডিজিটাল ও আকাশ সংস্কৃতি, পারিবারিক মূল্যবোধ তথা সুশিক্ষার সংকট। জীবন যাপন যত জটিল এবং কঠিন হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সমঝোতাবোধ ততই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। মানুষের সাথে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক শীতলতর হয়ে ওঠে। অথচ সরলতা মানুষের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উদ্ভিদ জগতের গাছপালাকে সরস, সবুজ-সবল রাখতে পানি যেমন, তদ্রুপ একজন মানুষের জীবনে সরলতা তাকে স্বাভাবিক বোধ সম্পন্ন থাকতে ভীষণভাবে সাহায্য করে। সরলতা ছাড়া মানুষও হিংস্র প্রাণী বিশেষ। রুক্ষতা, উগ্রতা ও বক্রতা থেকে তাকে সুরক্ষা দান করে। এই জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষকে সরলতার হৃদয় দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। *গীতসংহিতা ৭:১০* পদে উল্লেখ আছে "ঈশ্বর সরল চিত্তদের ত্রাণকর্তা।" ঈশ্বর পিতার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর সুনিপূণ বৈচিত্রময় সৃষ্টির যত্ন করার। তাঁর সাধের এই মানুষ যেমন নানান গুণে গুণান্বিত তেমনি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে হয়েছে মন্দতায় অপবিত্র। আজ পৃথিবী জুড়ে মন্দ, দুষ্ট, কুটিল, বক্র, জঘন্য জটিল হৃদয়ের মানুষে ভরপুর। তাই পৃথিবী আজ শান্তির আবাস ভূমিতে পরিণত হতে বিঘ্নিত হচ্ছে। অথচ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সরল অন্তকরণের পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছিলেন। বক্রতা তার হৃদয়ে ছিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ ও তাঁর অবাধ্যতার দরুন সরলতার হৃদপিণ্ডটা গড়লতা ও বক্রতায় ছেয়ে গেল।

মানুষ সাধারণত বাইরের চেহারা দিয়েই অন্য জনের মূল্যায়ন করতে অভ্যস্ত। তার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বা অন্যান্য গুণাবলীর প্রতি তার নজর বড় একটা যায় না। সব মানুষের চক্ষু আছে কিন্তু অল্প লোকেরই অন্তরভেদী গুণাগুণ বিচার করবার মন আছে। মস্তিষ্ক আছে মূল্যবোধ নাই। দেখার দৃষ্টি আছে কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দূরীভূত। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় তাদের ভিতরের গুণাবলী হতে। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় মানুষের ভিতরে তৈরি মূল্যবোধ তাকে মহৎ করে। বর্তমান সময়ে সরলতা একটা দূর্লভ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহত্বের চেয়ে সরল কিছু নেই, বস্তুত সরল হওয়ার অর্থই মহৎ হওয়া। এই মহৎ সরলতার পুরস্কার দু'দিন পরে হলেও পাওয়া যায়। কেননা চারিত্রিক সরলতা ছাড়া গূঢ় চিন্তাধারার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না। সহজ সরল মানুষগুলোর আকাশচুম্বি চাওয়া পাওয়ার দিকে মন থাকে না। তাদের অভাব কম, তাই তাদের পক্ষে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ সহজতর। আমাদের জেনে রাখা ভাল যে, শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং শ্রেষ্ঠ সত্যগুলো সব সময়েই সরল পথে থাকে। একজন মহৎ সরল অন্তকরণের মানুষ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চেয়ে উত্তম। তেমনি একটা সমৃদ্ধ অন্তর ব্যতীত ধনী ব্যক্তি হচ্ছে একটি কুৎসিত ভিক্ষুকের মত। অন্তর ভালো করার চেষ্টা করলে, বাহ্যিক জীবনটাও সুসজ্জিত হয়ে যায়। সরল অন্তরের কথাই অন্য মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে এবং অনুভূতিকে নাড়া দেয়। তার নির্মল আন্তরিকতাই অন্য মানুষকে অন্তরঙ্গ করে তোলে। পবিত্র বাইবেল বলে সরলদের হৃদয়ে প্রজ্ঞা প্রবেশ করিবে। ঐ জ্ঞান তার প্রাণের তুষ্টি জন্মাইবে।

ঈশ্বর আমাদের মধ্যে একটা সরল ও নির্মল অন্তকরণ এবং আন্তরিক পবিত্রতা খোঁজ করেন। কেবল মাত্র নির্মল অন্তকরণের লোকেরাই ঈশ্বরকে তাদের জীবন যাপনে দেখতে পান। বিশুদ্ধ এবং সরল মনোভাব নিয়ে আমাদের সব কিছু চিন্তা এবং কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে এর জন্য আমাদের আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে খ্রিস্টে নতুন অন্তর বিনির্মাণে ক্ষুধিত হওয়া প্রয়োজন। নিজের মন্দ মনোভাব, কর্তৃত্বকারী ইগো, অহম, অতি লোভ, ঈর্ষা কাতরতা, নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবনাকারী মানসিকতা, অজ্ঞতা, হিংস্রতা এবং সর্বোপরি সেচ্ছাচারিতার মনোভাব থেকে বের হয়ে আসাই হল আত্ম মৃত্যু বা নিজেকে বিসর্জন দেওয়া। ঈশ্বরের উপস্থিতি পেতে চাইলে এই ধরনের আত্ম ত্যাগের বড় প্রয়োজন। পুরাতন, ক্ষুদ্র ও নিম্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। ঈশ্বর সরল চিত্তের মানুষগুলোকে নানাভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করে থাকেন। কারণ সহজ সরল মানুষেরা মন্দের দ্বারা মন্দকে কিংবা শিষ্টের প্রতিরোধ করে না। অকৃত্রিম সরলতার মধ্যে সিদ্ধতার বীজ লুকিয়ে থাকে। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের যার যার হৃদয়ের অভ্যন্তরে মনোনিবেশ করা জরুরী। মন্দতা যা কিছু পাওয়া যাবে হৃদয় থেকে তা বের করে দিতে ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হতে হবে। পবিত্র বাইবেল থেকে জানা যায় যে ইস্রায়েল জাতি ও সদাপ্রভুর মধ্যে একটা চুক্তি সাধিত হয় যার নাম চিরস্থায়ী চুক্তি। এই চুক্তির শর্ত মোতাবেক ইস্রায়েল জাতি আজীবন সদাপ্রভুর সেবা করবে। সেবা করার যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়- সদাপ্রভুর প্রতি ভয়, সত্যের প্রতি আনুগত্যতা, পাপ অভিলাষ বর্জন এবং সরল হৃদয়ের বাধ্যতা। এই ধরনের বাধ্যতা ছাড়া অন্য শর্তগুলি বাস্তবায়িত হতে পারে না। বর্তমান সময়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণকে সরলতা ও সত্যশীলতার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা ও তাঁর ভজনা করতে সক্ষম হতে হবে। পুরাতন তাড়ী দিয়ে নয়, হিংসা ও দুষ্টতার তাড়ী দিয়ে নয়, কিন্তু সরলতা ও সত্যশীলতার তাড়ীশূন্য রুটি দিয়ে বর্তমান সময়ে প্রতিদিনের প্রার্থনা অনুষ্ঠান, পারিবারিক কিংবা মাণ্ডলিক সভাগুলো সম্পাদন করতে অনুপ্রাণিত হতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সরল প্রচেষ্টার ভিত্তিতে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের হৃদয় নিবেদন করতে পারি। ঈশ্বরের দাস দায়ুদ এক সময় প্রার্থনা করেছিলেন- "হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি অন্তকরণের পরীক্ষা করিয়া থাক, ও তুমি সরলতায় প্রসন্ন হয়ে থাক।" এই হেতু আমাদেরকেও অন্তকরণের সরলতায় ইচ্ছাপূর্বক তাঁর সেবাকার্য করার দৃঢ়তা রাখতে হবে। অন্তরে সরলতাকে পরম যত্নে ও বিশ্বাসে লালন ও সংরক্ষণ করা বিশ্বাসী হিসাবে দায়িত্ব। সত্যিকারের আনন্দ ও শান্তিতে তারাই বাস করতে পারে যারা প্রকৃত সরল চিত্তের অধিকারী। গীতসংহিতা ৩৩:১ পদে বলা হয়েছে "কেননা সদাপ্রভুর প্রশংসা করা সরল লোকদের উপযুক্ত।" ঈশ্বরের সকল পথ ও ইচ্ছা জানবার মৌলিক একটা নীতি হল ঈশ্বরের ধর্মময় পথে ও তাঁহার সত্য বাক্যেও দ্বারা পরিচালিত হবার একটা সরল আকাঙ্ক্ষা আমাদের থাকতে হবে। সমস্ত দিন সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সরলমনা মানুষগুলোই ঈশ্বর ভয় ও নত-নম্রতায় তাঁর অপেক্ষায় থেকে কৃপাদৃষ্টি লাভ করে। মথি ৫: ৮ পদ আমাদের প্রেরণা দেয় "ধন্য যাহারা নির্মলান্তকরণ কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।" যারা অন্তকরণে সরল নয় তারাই দুষ্ট প্রকৃতির। দুষ্ট লোকেরাও মহা ঈশ্বরের কৃপা বা দয়া পেয়ে থাকে বটে তবে তারা ধার্মিকতা সম্বন্ধে জানতে পারে না। সুতরাং, পরিবর্তিত হওয়া ও ধার্মিকতা শেখার পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার পর উক্ত বক্র প্রকৃতির দুষ্টদেরকে ধ্বংস হতে হবে। যাতে তারা অন্যদের শান্তিকে নষ্ট করতে না পারে। ঈশ্বর সকল প্রকার মন্দ চিত্তের মানুষকে মন পরিবর্তনের সুযোগ দেন যাতে জীবনে একটা সময়ে তারা সরল বিশ্বাসে খ্রিস্ট যিশুর সঙ্গে বাস করতে সমর্থ হয়। সেই সুবর্ণ সুযোগ আমাদের সহজভাবে গ্রহণ পূর্বক নম্রতার চেতনায় জাগ্রত হওয়া

বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ দুষ্ট ও স্বার্থপর মানুষ এই সুন্দর পরম শান্তির দেশকে অস্থির করে তুলছে। এরা শয়তানের অনুসারী, এদের ধ্বংস অনিবার্য।

মহান প্রভু আমাদের অন্তকরণ ও মর্মের পরীক্ষক। তাই আমাদের সমূদয় অন্তর দিয়ে সরলভাবে ঈশ্বরকে ও তাঁর জীবন্ত বাক্যকে ভালোবাসতে পারি। যোহন ১৫: ৭ পদে বলেছেন "তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় যাচ্না করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।" সরল হৃদয়-মন ছাড়া ঈশ্বরের নিকট আমাদের যাচ্না সকল পূর্ণ হবার নয়। আমাদের বিবেক কখনো আমাদের দোষী করবে না যদি সরলতায় জীবন যাপন করতে পারি। তাদের মনে কোন ভয়ও বিরাজ করে না বরং একটা অকৃত্রিম সাহস বাস করে। এই ধরনের মানুষগুলো আত্মিক মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা পায়। বাস্তব জীবনে লক্ষ্য করা যায় সরল মানুষগুলোর ভিতর জটিলতা থাকে না। তাই তারা সহজেই অন্য মানুষের ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং বিশ্বাস ভাজন হয়। এরা অনায়াসে অন্য মানুষের সাথে ওঠা বসা করতে পারে। ফলে যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে অন্যেরা তাদের সহযোগিতা করে। এই ধরনের পারস্পরিক প্রেমে সহাবস্থানই ঈশ্বরের কাম্য। কোন ব্যক্তির অন্তরে যদি প্রেম না থাকে তবে সব কিছুই তার নিরর্থক। এদের পক্ষে সম্ভব হয় না অন্যের শান্তি বজায় রাখা। পবিত্র বাইবেল আমাদের উৎসাহ দেয় যে "পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি প্রেমে" যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই। প্রতিবেশি ও অন্য সকলের প্রতি সঠিক ভারসাম্য বজায় রেখে জীবন যাপন করা খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের অবশ্য কর্তব্য। প্রতিবেশির সাথে কোন ছোট-খাটো কিংবা কম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বা মনোমালিন্য সহজ ভাবে গ্রহণ করে সহজ সমাধানে আসতে সরল প্রাণ মানুষ হওয়া অধিক প্রয়োজন। অন্যের প্রতি অন্যায় কিছু করার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব জরুরী। নিজেদের মধ্যে বাকবিতণ্ডাকে এড়িয়ে যাওয়া সরল মনের মানুষগুলোর পক্ষে সহজ এবং সম্ভব। কুটিল-জটিল মনাদের পক্ষে শান্তি বজায় রাখা খুব দুরূহ ব্যাপার। কেননা জটিল মনের মানুষগুলোর মধ্যে নম্রতা বিরাজ করে না। মণ্ডলীর মধ্যে এই জাতীয় লোকবৃন্দ সব সময় একটা আধো অন্ধকার পরিবেশ সৃষ্টি ও তা বজায় রাখতে উদ্যোগী ভূমিকা রাখে। এরা সর্বদা অন্যের ত্রুটি অন্বেষণ করতে থাকে। এই ধরনের মন্দ অভ্যাসগুলো বর্জন করা এবং পরস্পর প্রেমে সহাবস্থান করা খ্রিস্ট যিশুর অনুসারী বা শিষ্য হওয়া একটা বড় নির্দেশক। দয়ালু ও ক্ষমাশীল হওয়া খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেলের উপদেশ হল- " পরস্পর সহনশীল হও, এবং যদি কাহাকেও দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা করা।" খ্রিস্ট যিশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন যেন তারা লড়াই বা বাকবিতণ্ডাকে এড়িয়ে চলে। মন্দের পরিশোধে মন্দ বা নিন্দা করতে নিষেধ করেছেন। বরং শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা পরস্পরের মধ্যে থাকতে হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মনের সরলতা খুব দরকারী ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের মনে রাখা দরকার মথি ৫:৫ পদটি "ধন্য যাহারা মৃদুশীল কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে।" সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সরলতার মানদণ্ডে আমাদেরকে নানান ভাবে পুরুস্কৃত করে থাকেন। যারা ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁর সেবা এবং আশীর্বাদ লাভ করতে চায় তাদের অবশ্যই একটা সরল, বিমল, নির্মল অন্তকরণের মানুষ হয়ে উঠতে হবে। মনের জটিলতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। গীতসংহিতা ১১:৭ পদে উল্লেখ আছে "সরল লোক সদাপ্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিবে। তাঁরা জীবনের পথ জ্ঞাত হবে।" এটা মনে স্থান দিতে হবে যে সরলতার অর্থ দুর্বলতা নয় বরং সরল মনাদের মনে একটা সৎ দূর্বার শক্তি বিদ্যমান থাকে। হিতোপদেশ ২:৭ " ঈশ্বর সরলদিগের জন্য সূক্ষ বুদ্ধি রাখেন, যাহারা সিদ্ধতায় চলে, তিনি তাহাদের ঢাল।" পাশাপাশি সরলতা বিবর্জিতদের হিতোপদেশ ১১: ২০ পদে বলা হয়েছে "বক্র চিত্তেরা সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র।" কঠিন হৃদয়ের মানুষগুলো অন্য মানুষের নিকট তুচ্ছীকৃত হয় এবং ঈশ্বরের নিকট থেকে মঙ্গল কিছু পায় না। এই জাতীয় মানুষদের চিন্তা সকল ভুল, তাদের মূল্যবোধগুলো দূষিত, তারা চরিত্রহীন, ঈশ্বরের বাক্যেও নিয়ম-নীতি ও মানদন্ডের বাইরে জীবন যাপন করে থাকে। পবিত্র বাইবেল আমাদের এই নিশ্চয়তা দেয় যে সরলতা আমাদের রক্ষা করবে। এই রক্ষা হলো আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা। সুতরাং, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের দেওয়া সরলতাকে রক্ষা না করলে ত্রাণকর্তা খ্রিস্টের জন্য জীবন যাপন করা দুরূহ বিষয় হয়ে যায় এবং তাঁর অধীনের থাকতে পারি না। অতএব, ঈশ্বরের সাক্ষাতে নত-নম্রতা ছাড়া আমাদের তাঁর উদ্দেশে উপাসনা যেমন অর্থহীন তেমনি আমাদের জীবন অর্থহীন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে সত্যিকারের ঈশ্বরের প্রশংসা সরল লোকদের জন্য উপযুক্ত। যারা সরল বিশ্বাসে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনার উত্তর সর্বশক্তিমান দিয়ে থাকেন। পৃথিবীতে শান্তির সাথে টিকে থাকতে হলে অনেক সময় অনেক কিছু সহজভাবে মেনে নিতে হয়। কিছু কিছু মুহূর্ত আসে যখন নিজের অসীম ভাল লাগাকে বিসর্জন দিতে হয়। সম্পদের প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য নয়, বরং অন্তরের সরলতার প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য।

*(১৮ নং পৃষ্ঠার পর)*

এস.এস.সি ফেল করা ছাত্র। চাকুরী বাকরী কিছুই করে না। বাবার টাকায় একটা মটরসাইকেল কিনে সেটা নিয়েই দিন রাত ঘুরাঘুরি করে। কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে ওর মতোই বেকার, ওদের নিয়ে দিন রাত আড্ডা মারে। তবে ওদের যে জমি জমা আছে তাতে যে শস্য হয় ওদের কিছু কিনে খেতে হয় না। আমার শাশুড়ী বিছানায় পড়া রুগী শ্বশুর কোন রকমে চলাফেরা করতে পারে আমাকে সব সময় তার মেয়ের মতই দেখে। আমাকে বলেছে আমার মতো একটা মেয়ে ছিল তার ১২ বছর বয়সে এপেন্ডিসাইটিসে মারা গেছে মা, আমি আমার শ্বশুরের মুখের দিকে চেয়ে বেঁচে আছি। গত ৬ মাস যাবত ওখানকার মেয়েদের হাই স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছি। এভাবেই আমার জীবন চলছে।

শংকর ওর শোবার ঘরে খাটের নিচ থেকে সদ্য বাহরাইন থেকে আনা দুটি লাগেজের একটি বের করে আনে। তারপর বালিশের তলা থেকে চাবির গোছাটা বের করে ব্যাগের তালাটা খুলে বিপাশার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। একটু পরে বিপাশা ঘরে ঢুকে। পিছু পিছু ওর মা মিথিলাও ঘরে ঢুকে। শংকর মেয়েকে বলে, মা এই ব্যাগের মধ্যে যা আছে সবই তোমার ও জামাই বাবাজীর জন্য। বিপাশা ঢাকনা খুলে অবাক বিস্ময়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, বাবা এই ব্যাগ ভরা এত সব জিনিস, জামাকাপড়, শাড়ি আরও কত কী এই সব কী আমার? হ্যাঁ মা, এই সবই তোমার জন্য। দাদার আর মায়ের জন্য কিছু আনো নি? হ্যাঁ মা ওদের জন্য আরও একটি লাগেজ আছে। রনি এসে তো মাকে নিয়ে খুলবে। শংকর খাটের নিচ থেকে হাতে করে নিয়ে আসা ব্যাগটা বের করে তার মধ্যে থেকে সিলভার পেপার দিয়ে মোড়ানো একটা কৌটা বের করে মেয়ের হাতে দিয়ে বলে খুলে দেখ। বিপাশা কৌটা খুলে বিস্ময়ের সুরে বলে, বাবা এসব কী? একটা একটা করে দেখ কী? বিপাশা এক এক করে বের করে। প্রথমে সোনার বালা এক জোড়া, কানের ফুল এক জোড়া, দু'টি সোনার চেইন আর দু'টো সোনার আংটি। শংকর বলে, তোমার বিয়েতে থাকতে পারিনি। তাই তোমার ও জামাই বাবাজির জন্য এনেছি। তাছাড়া বিদেশে এটাই আমার শেষ সফর। আর কোনদিন আনা যাবে না, ধরে নাও এটাই শেষ উপহার।

এখন এসব কিছু যত্ন সহকারে উঠিয়ে রাখ আর জামাই বাবাজিকে খবর দাও এসে কয়েকদিন থেকে এই সব জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারে। এখন রাত অনেক হয়েছে, যাও শুয়ে পর, কাল সকালে কথা হবে। ***(চলমান)***

(গত ৩০ সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

# তিন বুড়োর গল্প

## যোসেফ শরৎ গমেজ

শংকরের ইচ্ছে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে সোজা গ্রামের বাড়ীতে যাবে। কাষ্টমস্ এর ঝামেলা শেষ করে লাগেজ দু'টো ট্রলিতে তুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে স্ত্রী আর সন্তানকে খুঁজে পায় না শংকর। ট্রলি নিয়ে আর সামনে যাওয়া যাবে না। এখানেই মালপত্র নামিয়ে ট্রলি খালি করতে হবে। এরই মধ্যে মালপত্র নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। একজন বলছে কোথায় যাবেন স্যার আমার কাছে ট্যাক্সি আছে। অন্যজন বলছে আমি মাথায় করে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। শংকর বলে কারও কিছু নিতে হবে না আমার লোক আছে গাড়ীও আছে। ঠিক এমন সময় মিথিলা এসে পাশে দাঁড়ায়। বলে আমি এসে গেছি। শংকর মিথিলাকে দেখে ভরসা পায়। মিথিলা রতনকে বলে মালগুলো সব মাইক্রোবাসে তুলে দে। রতন লাগেজ দু'টো গাড়ীতে তুলে দেয়। হাতের ব্যাগটা শংকর ওর কাছেই রাখে। গাড়ীতে উঠতে উঠতে শংকর মিথিলাকে জিজ্ঞেস করে রনি কোথায়? রনি আসেনি? মিথিলা বলল না রনি আসেনি। কেন? তুমি গাড়ীতে উঠ আমি তোমাকে সব বলছি। শংকর আর মিথিলা পেছনের সিটে বসে রতন বসে সামনে ড্রাইভারের পাশে। গাড়ী এয়ারপোর্টে থেকে বাইরে বেরিয়ে পরে। রাস্তায় যেতে যেতে মিথিলা বলে গত পরশু রনি ওর বন্ধুদের সাথে সুন্দরবন গেছে। রাতে আবারো ফোন করে আমাকে বলল, মা আমার আরও দুই দিন দেরী হবে আসতে। ওদের ওখানে কি একটা সেমিনার চলছে। মিথিলার কথা শুনে শংকর জিজ্ঞেস করে সুন্দর বনে কিসের সেমিনার? ওকি কোন এনজিওর মাধ্যমে গেছে নাকি সরকারী তরফ থেকে তুমি জানতে চাওনি? মিথিলা বলে আমি ওকে এতকিছু জিজ্ঞেস করিনি। কেন জিজ্ঞেস করনি? জিজ্ঞেস করিনি ছেলে এখন বড় হয়েছে আমার সব কথা শুনে না। ছেলে বড় হয়েছে তোমার সব কথা শুনে না এসব তো তুমি আমাকে কোনদিন বলনি? তোমার সাথে এই ছেলেটা কে? যাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ। মিথিলা মৃদু হাসি টেনে বলে ওতো রতন। আমাদের বাজারে ওর গ্যাস, ইলেক্ট্রিকস আর পাইপের দোকান আছে। খুব ভাল ভদ্র ছেলে। আমাদের পাড়ায় ওই তো সব বাড়ীতে গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসের চুলা সব সাপ্লাই দেয়।

রাতে খাবার শেষে শংকর মিথিলার কাছে জানতে চায় মেয়ে বিপাশার খবর কি? কেমন আছে? বিপাশা কি জানে আমি দেশে এসেছি? মিথিলা বলে হ্যাঁ ওকে তো ফোনে বলেছি তুমি আসছো। ঠিক আছে ওকে আবার ফোন করে বলো জামাই নিয়ে আসতে। কয়েকদিন ঘুরে যাক। আমার একটি মাত্র ছেলে আর একটি মাত্র মেয়ে। বিদেশের চাকুরী জীবন শেষ করে দেশে ফিরলাম অথচ কেউ কাছে নেই। ছেলেমেয়ে কাউকেই দেখা পেলাম না। মিথিলা বলে তুমি এত কি ভাবছ, রনি তো কালই এসে পড়বে। বিপাশাকে ফোন করে দিয়েছি ও এসে কয়েকদিন থেকে যাবে।

এমন সময় দরজার বাইরে দাড়িয়ে কে যেন মা মা বলে ডাকছে। মিথিলা এসে দরজা খুলে দেখে বিপাশা দাঁড়িয়ে আছে হাতে একটা ব্যাগ। হাতের ব্যাগটা নিয়ে বলে, তুই একাই এসেছিস? জামাই আসেনি? ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, আমি একাই এসেছি। শংকর মেয়ে বিপাশাকে দেখে খুবই খুশি হয়। বিপাশাকে বলে, কিরে মা এই রাতের বেলা একা এলি কি করে? জামাই বাবাজি কোথায়? না বাবা প্রভাত আসেনি বলতে বলতে বাবাকে প্রণাম করে বিপাশা। শংকর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খায়। তারপর বিপাশার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, মা তোর চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন? তোর স্বাস্থ্য কত খারাপ হয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করিছস না নাকি? না বাবা আমি খুব ভালো আছি। আমার শ্বশুর বাড়ীতে খাবার দাবারের কোন অভাব নেই। সারাবছর খেতের ধান ঘরে আসে। কলই, কালাই, পিয়াজ, এসবই আমার শ্বশুড়ের নিজের জমির ফসল। এসব আমাদের কিছুই কিনতে হয় না। মেয়ের কথা শুনে শংকর খুব খুশি হয়ে বলে। আমি জানি ভাওয়াল অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষ চাকরির উপরে নির্ভর করে না। তারা চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিপাশা বলে, বাবা তোমার বুকের ব্যাথা এখন কেমন আছে? বড় কোন সমস্যা নেই তো। শংকর বলে আমার আবার বুকের ব্যথা হলো কবে? আমি তো ভালোই আছি। কে বলল আমার বুকের ব্যথার কথা? বিপাশা বুঝতে পারে বাবার অসুখের খবর সব মিথ্যে। মা আমাকে মিথ্যে কথা বলে আমাকে বিয়েতে রাজি করিয়েছে। আমি জানি বাবা কোন দিন আমার মতের বিরুদ্ধে আমাকে বিয়ে দিত না। এখন যদি আমি মুখ খুলি তাহলে মায়ের সাথে বাবার ভীষণ ঝগড়া বেঁধে যাবে। মাকে চরম অপমান কবরে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আমার জীবনটা তো নষ্ট হয়ে গেছে। আর তো ফিরে পাবো না। আমার স্বপ্ন ছিল আমি একজন প্রফেসর হবো, বাবার ইচ্ছা ছিল আমি মাষ্টারস পাশ করি। আমি বাবাকে খুব ভালোবাসি, আজ বাবা যদি জানতে পারে আমার অমতে আমার বিয়ে হয়েছে বাবা সেটা সহ্য করতে পারবে না। আমি বাবাকে হারাতে চাই না। নিজের দুঃখ কষ্ট নিজের বুকের ভিতরেই চেপে রাখে বিপাশা। শংকর বলে, মা বিপাশা তুই হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টে খেয়ে নে। তারপর দোতলায় আমার ঘরে আয়, একথা বলে শংকর দোতলায় নিজের ঘরে চলে যায়।

বিপাশা হাত মুখ ধুয়ে শাড়িটা পাল্টে নেয় তারপর খেতে বসে। মিথিলা এক টুকরো ইলিশ মাছ বিপাশার পাতে দিয়ে বলে, ভালই করেছিস তোর বাবাকে তোর বিয়ের ব্যাপারে বেশি কিছু না বলে। তোর বাবা জানতে পারলে আমার উপর ভীষণ রেগে যাবে, সংসারে অশান্তি হবে। বিপাশা ইলিশ মাছটা খেতে খেতে বলে আচ্ছা মা, তুমি তো আমার মা, আমাকে পেটে ধরেছ। তুমি আমার সাথে এমন করলে কেন? কেন এমন করে আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলে? মিথিলা বলে, আমি বুঝতে পারিনি। তোর শ্বশুর বাড়ির পাশে আমার ছোট মামি থাকে তার কাছে তোর শ্বশুর বাড়ির গল্প শুনে শুনে আমি আর অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। আমার ওই ছোট মামি বলেছে, তোর শশুর অনেক বড়লোক। প্রভাত তার একমাত্র সন্তান ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। ওদের জমি জমা অনেক। আমার ছোট মামি আরও বলেছে এরকম সম্বন্ধ আর পাবে না। হীরের টুকরো ছেলে। তোমরা যদি এ সম্বন্ধ না কর তবে তারা ছেলেকে অন্য জায়গায় বিয়ে করাবে। শুধু আমার কথায় তারা এই বিয়েতে রাজী হয়েছে। আমার মামি এও বলেছে আমিতো বিপাশার পাশেই থাকি, বিয়ের পর আমি দেখাশোনা করবো। মিথিলা আর একটুকরো ইলিশ মাছ বিপাশার পাতে দিয়ে বলে আমি জানি তুই এই বিয়েতে রাজী হবিনা, তাই তোর বাবার মিথ্যে অসুখের কথা, চাকুরী চলে যাওয়ার কথা, আর তোর বাবার এ বিয়েতে মত আছে এইসব বলে তোকে রাজী করিয়েছি। তখন বুঝিনি এখন আমি বুঝতে পেরেছি আমার কত বড় ভুল হয়েছে। আমাকে তুই ক্ষমা করে দিস মা। বিপাশা খাবার শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে টাওয়ালে মুখ মুছে বলে, মা, এখন তোমার দুঃখ প্রকাশে আমার কোন লাভ হবেনা। তোমার নির্বুদ্ধিতার কারণে আমার জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেছে। আমি আমার বাবার জন্য মুখটা বন্ধ রেখেছি। মা তুমি কি জান যে, জামাইকে তুমি ইঞ্জিনিয়ার বলে জান সে কোন ইঞ্জিনিয়ার নয়, সে

*(বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)*

## আলোচিত সংবাদ

### ঢাকায় ভ্যাটিকানের কার্ডিনাল জর্জ কোভাকাদের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল

ভ্যাটিকানের কার্ডিনাল জর্জ কোভাকাদের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসেছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) প্রতিনিধিদলটি ঢাকায় পৌঁছায় এবং তারা ৬ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবেন। সফরকালে প্রতিনিধিদলটি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া কাকরাইলের আর্চবিশপস ভবনে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় প্রধান বিচারপতি ও কার্ডিনাল বক্তব্য রাখেন। কার্ডিনাল কোভাকাদ সাংবাদিক, ছাত্র, শিক্ষক ও আন্তঃধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এছাড়া কার্ডিনাল খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তেজগাঁও ক্যাথলিক চার্চে প্রার্থনা পরিচালনা করেন। এছাড়া ঢাকা সফরের অংশ হিসেবে তিনি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে 'সম্প্রীতির সংস্কৃতি প্রচার' বিষয়ে মূল বক্তৃতা দেন।

***তথ্যসূত্র:*** *https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1587897.details*

### হারানো এনআইডি তুলতে আর জিডি লাগবে না

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) হারিয়ে গেলে আর সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে হবে না। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এতদিন হারানো এনআইডি পুনরায় সংগ্রহের জন্য নাগরিকদের থানায় গিয়ে জিডি করতে হতো। এতে ভোগান্তি বাড়ত। এবার নির্বাচন কমিশন সেই বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়েছে। ফলে এখন থেকে হারানো এনআইডি তুলতে আর জিডির প্রয়োজন হবে না। হুমায়ুন কবীর বলেন, "নাগরিকদের ভোগান্তি কমাতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এনআইডি সেবা আরও সহজ করার পরিকল্পনাও রয়েছে।" এছাড়া তিনি জানান, গত এক বছরে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে ঝুলে থাকা প্রায় সাড়ে ৯ লাখ এনআইডি সংশোধন আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সর্বশেষ ভোটার তালিকা অনুযায়ী দেশে ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪১ লাখ ৪৫৫ জন, নারী ভোটার ৬ কোটি ২২ লাখ ৫ হাজার ৮১৯ জন এবং হিজড়া ভোটার আছেন ১ হাজার ২৩০ জন।

***তথ্যসূত্র:*** *https://www.protidinersangbad.com/national/528933*

### প্রাথমিক পর্যায়ে মিড-ডে মিল ও বৃত্তি পরীক্ষা চালু হবে: উপদেষ্টা

প্রাথমিক পর্যায়ে সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবরের শুরু পর্যন্ত দেড়শো বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। রবিবার সচিবালয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা আশা করছি দেশের ১৫০টি বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু করতে পারব। এতে ডিম, মৌসুমি ফল, বিস্কুট, দুধসহ পাঁচ ধরনের খাবার থাকবে।' তিনি আরও জানান, দীর্ঘ ১৬ বছর পর প্রাথমিক পর্যায়ে আবারও বৃত্তি পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা আর্থিক প্রণোদনা পাবে এবং ঝরে পড়ার হার কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিধান রঞ্জন বলেন, দেশে ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৭৭ দশমিক ৯ শতাংশ হলেও এখনো ২২ দশমিক ১ শতাংশ নিরক্ষর। এছাড়া শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়াও দ্রুত করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

***তথ্যসূত্র:*** *https://dainikamadershomoy.com/details/01992330af49*

### নেপালে ১৯ জন নিহতের ঘটনায় সামাজিক মাধ্যম নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

কাঠমাণ্ডু, ৯ সেপ্টেম্বর – নেপালে সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধকরণ নিয়ে সৃষ্ট বিক্ষোভে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে। মঙ্গলবার দেশটির মন্ত্রিসভার মুখপাত্র ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুং জানান, গত সপ্তাহে আরোপিত ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপসহ ২৬টি প্ল্যাটফর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। সোমবার রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে দুর্নীতি ও সামাজিক মাধ্যম বন্ধের প্রতিবাদে 'জেন-জি' প্রজন্ম নামে পরিচিত তরুণরা রাস্তায় নামলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি সহিংসতায় দুঃখ প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি, ১৫ দিনের মধ্যে ঘটনার কারণ অনুসন্ধান ও ভবিষ্যতে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ সুপারিশের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন। প্রতিবাদকারীরা জানিয়েছেন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব তরুণ সমাজের হতাশাকে এই আন্দোলনে রূপ দিয়েছে।

***তথ্যসূত্র:*** *https://bangla.bdnews24.com/world/090fb5d1cb63*

### পদত্যাগ করলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা

জাপানের ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এলডিপি) বিভাজন ঠেকাতে প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা পদত্যাগ করেছেন। রোববার আল জাজিরা জানিয়েছে, জুলাইয়ে জাতীয় নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বাধীন জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর রাজনৈতিক চাপ বেড়ে যায় এবং দলের ডানপন্থী অংশ তাঁকে পদত্যাগের জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিল। ইশিবা দায়িত্ব নেওয়ার পর একাধিক নির্বাচনে জোটের ধারাবাহিক পরাজয় ঘটে। জুলাইয়ে নির্বাচনের পর নিম্নকক্ষে সংখ্যালঘু হওয়ায় তাঁর সরকারের নীতিগত লক্ষ্য বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। শনিবার রাতে কৃষিমন্ত্রী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তাঁকে পদত্যাগে রাজি করানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর আনুষ্ঠানিক মন্তব্য না দিলেও রোববার সাংবাদিকদের সামনে ইশিবা বক্তব্য দেবেন। এলডিপির নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের ভোট আগামী সোমবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সম্ভাব্য উত্তরসূরির মধ্যে আছেন রক্ষণশীল নেতা সানায়ে তাকাইচি এবং কৃষিমন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি। অর্থনীতিবিদ কাজুতাকা মা'এদা বলেন, বারবার নির্বাচনী পরাজয়ের ফলে রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধির কারণে ইশিবার পদত্যাগ অনিবার্য ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জুলাইয়ে হওয়া শুল্ক চুক্তি অনুযায়ী জাপানি গাড়ি আমদানিতে শুল্ক ১৫ শতাংশে নামানো হয়েছে, তবে ওষুধ ও সেমিকন্ডাক্টরের ওপর চুক্তি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

***তথ্যসূত্র:*** *https://www.ajkerpatrika.com/international/asia/ajpdiyik09rhp*

### ট্রাম্পের নতুন আদেশে বাণিজ্যে শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন এক নির্বাহী আদেশে বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলোর জন্য ব্যাপক শুল্ক ছাড় ঘোষণা করেছেন। এর আওতায় নিকেল, স্বর্ণ, কৃষিপণ্য, বিমান ও যন্ত্রাংশ, ওষুধের উপাদান এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যে শূন্য শুল্ক সুবিধা দেওয়া হবে। সোমবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, শুল্ক ছাড়ের আওতায় এমন পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনযোগ্য নয় বা পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিকেল, সাধারণ ওষুধে ব্যবহৃত যৌগ, মেডিকেল টেস্টের রিএজেন্ট এবং সুইজারল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত স্বর্ণও রয়েছে। তবে প্লাস্টিকের কিছু পণ্য ও সৌরবিদ্যুতের জন্য ব্যবহৃত পলিসিলিকনে আগের শুল্ক ছাড় বাতিল করা হয়েছে। ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত আদেশে বলা হয়েছে, ছাড়ের মাত্রা নির্ভর করবে অংশীদার দেশের অঙ্গীকার ও মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত হচ্ছে তার ওপর। নতুন নিয়মে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস প্রেসিডেন্টের আলাদা অনুমোদন ছাড়াই শুল্ক ছাড় দিতে পারবে।

***তথ্যসূত্র:*** *https://dailyinqilab.com/international/news/804933*

## গোপালের সততা

বিশাল এভারিশ পেরেরা

একদা এক গ্রামে দু'জন দুধওয়ালা বাস করত। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল গোপাল ও অন্যজনের নাম ছিল নিধু। তারা প্রতিদিন বাজারে দুধ বিক্রি করতে যেত। তাদের দু'জনের সংসার এই দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে চলত।

তবে গোপাল খাঁটি ও ভেজাল মুক্ত দুধ বিক্রি করত এবং সততার সহিত টাকা উপার্জন করত। ফলে মহল্লার সবাই তার কাছ থেকেই বেশি দুধ কিনত। অন্যদিকে নিধু ছিল অসৎ এবং দুষ্ট প্রকৃতির। সে দুধের বালতি ভরে পানি দিত এবং বেশি পরিমাণে গুড়ো দুধ মিশাতো। এছাড়া বাজারেও সে বেশি দামে দুধ বিক্রি করত। ফলে তার কাছে তেমন কেউ দুধ কিনতে চাইতো না। অপর দিকে গোপাল তার সৎ এবং খাঁটি দুধ বিক্রি করার জন্য গ্রামে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলো আর তা দেখে নিধুর বড্ড হিংসা হতো এবং মনে মনে গোপালকে সাজা দেওয়ার জন্য দুষ্টু ফন্দি আটলো। সে ভাবে গোপাল যখন দুধ দুয়ানো শেষে নদীতে গোসল করতে যাবে তখন সে চুপি চুপি সেখানে গিয়ে মরা ইদুর ফেলে দিয়ে আসবে। যে ভাবনা সে কাজ। গোপাল যখন দুধ দুয়ানো শেষে নদীতে স্নান করতে গেল, সে সময় নিধু এসে একটা মরা ইঁদুর দুধ দুয়ানো বালতিতে ফেলে দিয়ে আসল। ঠিক সে সময় পল্টু নামে এক ছোকরা নিধুর কুকর্মটা দেখে ফেলে, কিন্তু সে প্রমাণের অভাবে কাউকে কিছু না বলে অন্য পথ ধরে হেঁটে চলে যায়। ঘন্টখানিক পর গোপাল স্নান করে বাড়ি এসে দুধের বালতিটা নিয়ে বাজারের উদ্দেশে রওনা হয় এবং যথারীতি সে বাজারে পৌঁছে দুধ বিক্রির জন্য প্রস্তুতি নেয়। খানিকক্ষণ পর একজন ক্রেতা গোপালের কাছে দুধ কেনার জন্য আসে। গোপালও হাড়ির ঢাকনা খুলে যখন দুধ দিতে যাবে তখন সে দেখে একটি মরা ইদুর বালতিতে ভাসছে। আর সেটা দেখে খরিদ্দার চিৎকার দিয়ে ওঠে ও গোপালের কুকর্ম সবাইকে জানিয়ে দেয় এবং শাস্তিসরূপ গোপালকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয়। বেচারা গোপাল মনে কষ্ট নিয়ে কাউকে কিছু না বলে বাজার থেকে বের হয়ে যায় এবং সে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ বিক্রি করতে থাকে..। তা দেখেও নিধুর শান্তি হয়না সে আবারও গোপালের বাড়িতে যায় একটি ব্যাঙ দুধের বালটিতে ফেলে আসার জন্য আর ঠিক সে সময় পুটুও নিধুর পিছু নেয়। কিছুক্ষণ পর যখন নিধু বালটিতে ব্যাঙটি ফেলতে যাবে ঠিক সে সময় পুল্টু চিৎকার দিয়ে গ্রামবাসীদের জোর করে ফেলে এবং নিধু হাতেনাতে ধরা পরে। এরপর গ্রামবাসীরা সবাই মিলে নিধুকে বেদম মার ধোর করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয় আর গোপালের কাছে সবাই ক্ষমা চায় এবং তাকে অনুরোধ করে সে যেন আবার বাজারে দুধ বিক্রি করতে যায়।

***মূলভাব: সততাই সর্বোত্তম নীতি***

## বিশ্বজুড়ে প্রাণীদের ৭ টি জানা-অজানা

১. বাঘের গর্জন শোনা যায় ২ মাইল দূর থেকেও

২. নেকড়েরা না খেয়ে এক সপ্তাহের বেশি বাঁচতে পারে

৩. প্রজাপতি স্বাদ নেয় পা দিয়ে!

৪. বিশ্বের বৃহত্তম স্থলজ প্রাণী আফ্রিকান হাতি

৫. মেরু ভালুক সাদা হয় না!

৬. ৫০ বছরে বিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমেছে ৬৯ শতাংশ

৭. অক্টোপাসের হৃৎপিণ্ড তিনটি, মস্তিষ্ক নয়টি!

***তথ্যসূত্র:*** *https://www.bigganchinta.com/biology/0cnqpr1qv1*

## স্বাদ পাই না

**মিল্টন রোজারিও**

ভেজালের যুগে এসে
আসল যে কোনটা, বুঝি না,
যেটাই খাবে তুমি, বলবে
আগের সেই স্বাদ পাই না।

ভাতে না, মাছে না
আলু, পটল, লাউয়ে না,
শাক-সবজি, ডাইলে না
এমন কি দুধ ও কলায় না।

ডালপুরি, ফুসকায় না
পোলাও কিংবা বিরিয়ানীতে না,
কে.এফ.সি বা পিজ্জা খাও
আগের মত স্বাদ পাই না।

ঘরে বসে মায়ের হাতের
চিতোই পিঠা খিচুড়ি,
এখনও ঠিকই আছে
খেতে পারি ভুড়ি ভুড়ি।

ভাত ডিম প্লাস্টিকের
বিক্রি করে চায়না,
ঔষধ খাবে ভেজালে ভরা
আসল এখন আর হয় না।

ভেজাল জিনিস খেয়ে খেয়ে
শরীর রোগের কারখানা,
জিহ্বা হয়েছে ফেদা ফেদা
কোন খাদ্যে স্বাদ পাই না।

## কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

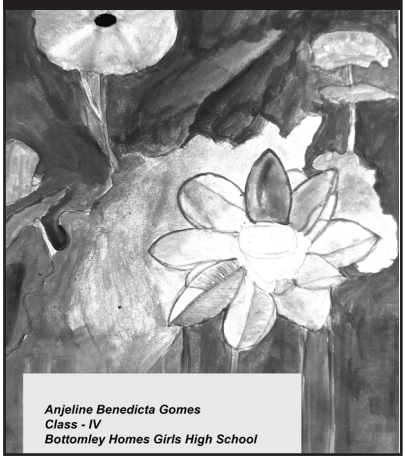

## রমনা আর্চবিশপস্ হাউজে ঈশ্বরের সেবক টিএ গাঙ্গুলী মহাপ্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন

***ফাদার আলবার্ট রোজারিও:*** গত ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার রমনা সেন্ট মেরীস্ কাথিড্রালে বহু খ্রিস্টভক্তের উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর আটচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক ফাদার, ব্রাদার, সেমিনারীয়ান, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। বিকেল ৫টায় স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ফাদার ডেভিড শ্যামল গমেজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আদর্শে ভরা তাঁর কর্মময় জীবনের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, আর্চবিশপ গাঙ্গুলী আমাদের একজন অতি প্রিয়জন। তিনি কখনো হারিয়ে যাবেন না। তিনি আমাদের অন্তরে বেঁচে থাকবেন তাঁর আদর্শে ও বিনম্রতায়। তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে ও তাঁর জীবনের পথচলা ছুঁয়ে গেছে আমাদের জীবন। এরপর খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র কর্তৃক প্রদর্শন করা হয় টিএ গাঙ্গুলীর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র। অতঃপর শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বিশপ সুব্রত বি গমেজ, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজসহ প্রায় ১০০ জন পুরোহিত আর্চবিশপের সাথে সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর নম্রতার গুণের কথা উল্লেখ করে বলেন, আর্চবিশপ গাঙ্গুলী কখনো নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় করে দেখেন নি। অন্যদের তিনি সবার প্রথমে রেখেছেন। খ্রিস্টযাগ শেষে স্থানীয় পালক পুরোহিত ফাদার আলবার্ট রোজারিও সবাইকে ধন্যবাদ দেন এবং বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের প্রধান ফাদার জর্জ কমল রোজারিও ঈশ্বরের সেবকের সাধুকরণ প্রক্রিয়ার কিছু তথ্য দেন। তিনি বলেন তাঁর সাধুকরণ প্রক্রিয়াটি খুবই জোরালোভাবে এগিয়ে চলছে এবং খুব শীঘ্রই আমরা বাংলাদেশে একজন সাধু পাব। সবশেষে তাঁর কবরে আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয় এবং বিশপগণসহ অন্যান্য সংঘ সমিতির পক্ষ্য থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা স্বরূপ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

## জুবিলী বর্ষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের তীর্থযাত্রা

***ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা:*** বিগত ২৫ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ সোমবার জুবিলী বর্ষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তীর্থস্থান সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল, রমনা থেকে দুই দিনের তীর্থযাত্রার জন্য ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ভ্রাতৃসংঘের যাজকগণ সকালে মরিয়ম আশ্রম, দিয়াং, চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তীর্থযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী ধর্মপাল শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ ও ৩৮ জন যাজক। তীর্থযাত্রার প্রথম দিন যাজকগণ দিয়াং-এর ব্রাদার ফ্লাবিয়ান নির্জন ধ্যান সেন্টারে নির্জন ধ্যান করেন। বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর সহভাগিতার মধ্য দিয়ে নির্জন ধ্যান শুরু হয়। বিশপ মহোদয় আশার তীর্থযাত্রায় যাজকদের অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো সহভাগিতা করেন। তীর্থযাত্রী যাজকগণ সন্ধ্যায় সাক্রামেন্তীয় আরাধনা করেন এবং জুবিলী বর্ষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করেন। এরপর আর্চবিশপ মহোদয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ মহোদয় যাজকদের প্রতি তাঁর আশা ব্যক্ত করেন ও যাজকীয় সেবাকাজের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। রাতের আহারের পর বিশপদ্বয় ও যাজকগণ জুবিলী বর্ষের অভিজ্ঞতা ও সাক্ষ্য সহভাগিতা করেন। তীর্থযাত্রার দ্বিতীয় দিনে ২৬ আগস্ট, তীর্থযাত্রী যাজকগণ চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের জুবিলী বর্ষের তীর্থস্থান ফাতেমা রাণী ধর্মপল্লী, বান্দরবানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বান্দরবান ধর্মপল্লীর ফাদার, সিস্টার ও হোস্টেলের ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে তীর্থযাত্রী যাজকদের শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানানো হয়। টিফিনের পর তীর্থযাত্রী বিশপ ও যাজকগণদের উদ্দেশে ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। ফাদার সহভাগিতায় তীর্থযাত্রার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো সহভাগিতা করেন। দুপুরের আহারের পর আর্চবিশপ মহোদয় ও যাজকগণ সেন্টার রোয়াংছড়িতে যাত্রা করেন এবং এসএমআরএ সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত উক্ত সেন্টারে বসবাসরত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে তারা আনন্দপূর্ণ সময় অতিবাহিত করেন। এই তীর্থযাত্রায় সকলের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছিল প্রার্থনাপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ ও আশীর্বাদিত। শেষে রাতে খাবার পর তীর্থযাত্রীগণ ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন।

## সেন্ট পিটারস্ সেমিনারীতে সৃষ্টি উদ্‌যাপন দিবসের উদ্বোধন

***লর্ড ডানিয়েল রোজারিও:*** পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের 'লাউদাতো সি' পত্রের দশ বছর উপলক্ষে সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত পোপ চতুর্দশ লিও সৃষ্টি উদ্‌যাপন দিবস ঘোষণা করেছেন। গত ১ সেপ্টেম্বর "সৃষ্টির যত্ন ও ভালোবাসাই আমাদের দায়িত্ব" এ বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজশাহী সাধু পিতর সেমিনারীতে মাসব্যাপী সৃষ্টি উদ্‌যাপন দিবস এর উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ ও বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সেমিনারীর পরিচালক, সেমিনারীয়ান ও অন্যান্য সহায়তাকারীসহ ২২ জন উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পূর্বে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী সৃষ্টি উদ্‌যাপনকাল বা দিবস উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপট ও করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। পরে বনজ, কৃষিজ ও পুষ্পবৃক্ষ নিয়ে সকলে শোভাযাত্রা করে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগে ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী বলেন, "পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব বাস্তবতা ও ধরিত্রী মাতাকে রক্ষা করতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন আর তার বড় প্রমাণ হলো "লাউদাতো সি" পত্র। সে উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও সকলকে সৃষ্টি দিবস উদ্‌যাপনের আহ্বান করেছেন। তাই এসো আমরা সকলে মিলে প্রকৃতির যত্ন নেই।" সেমিনারীয়ান টমাস রোজারিও সৃষ্টির উদ্‌যাপন দিবসের তাৎপর্য ও নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। পরিশেষে, সেমিনারী প্রাঙ্গনের ফুলবাগান, পুকুর ও অন্যান্য সবকিছু আশীর্বাদ করা হয়।

## সুরশুনিপাড়া লোভেরে জুনিয়র হাই স্কুলে শিশু দিবস পালন

***সিস্টার বাণী এসসি:*** গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সুরশুনিপাড়া লোভেরে জুনিয়র হাই স্কুলে আয়োজিত শিশু দিবস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফাদার উত্তম রোজারিও বলেন, আজকের শিশু, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুরাই ভবিষ্যৎ পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও দেশ সেবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। তাই প্রত্যেক শিশু যেন নিরাপদে ও সুস্থ-সুন্দর পরিবেশে বেড়ে ওঠে সেজন্য শিক্ষক-অভিভাবক সকলকেই তৎপর হতে হবে। শুরুতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলেই স্কুলের সামনে একত্রিত হয়ে র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে। নানা স্লোগানে মুখরিত র‍্যালিটি শেষ হলে সকলেই স্কুলের হলরুমে সমবেত হয়। উদ্বোধনী নৃত্য ও বক্তব্যের পর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শুরু হয় এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান চলাকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিখিল চন্দ্র ও সিস্টার বাণী এসসি শিশুদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মারীয়া মুর্মু ও বিপ্লব হাঁসদা শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে।

## রাজশাহী সাধু পিতর সেমিনারীতে জাতীয় যুব ক্রুশ বরণ ও বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান

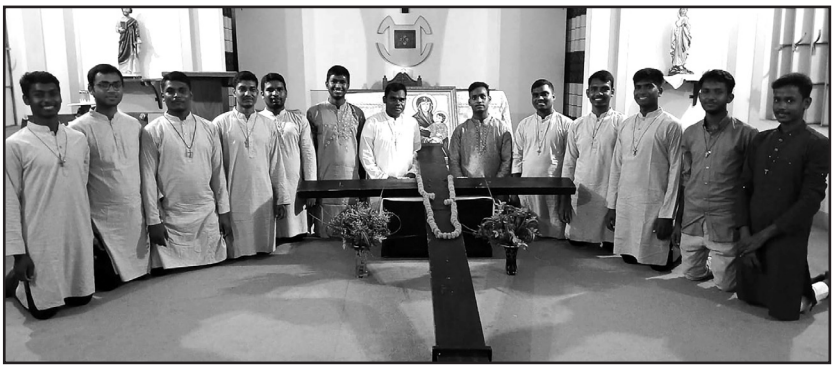

***লর্ড ডানিয়েল রোজারিও:*** গত ২৪-২৮ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী সাধু পিতর সেমিনারীতে জাতীয় যুব ক্রুশ বরণ, ক্রুশ অর্চনা ও বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ আগস্ট, সন্ধ্যা ৬ টায় কলিমনগর থেকে সাধু পিতর সেমিনারীতে শোভাযাত্রা করে কীর্তন সহযোগে জাতীয় যুব ক্রুশ বরণ করা হয়। পরে ক্রুশ অর্চনা, মাল্যদান ও ভক্তি নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে সেমিনারীর পরিচালক, আধ্যাত্মিক পরিচালক, সিস্টার, সেমিনারীয়ান ও খ্রিস্টভক্তসহ মোট ৬৭ জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২৪-২৮ তারিখ পর্যন্ত সেমিনারীয়ানরা যুব ক্রুশের কাছে পালাক্রমে ব্যক্তিগত ধ্যান, প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় যুব ক্রুশ নিয়ে অনুধ্যানে ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী বলেন, "ক্রুশই আমাদের আশার পথ দেখায়, আমরা অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা ও পাপের কারণে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই কিন্তু যিশুর ক্রুশ আমাদের ঈশ্বরের পথে ফিরে আসতে সহায়তা করে। বর্তমানে অনেক যুবক-যুবতী বিপথগামী হচ্ছে, তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য যিশুর ক্রুশ হলো অন্যতম একটি মাধ্যম। তাই আসুন, আমরা এই ক্রুশের চরণতলে নিজেদের সঁপে দেই।" একজন যুবক টুটুল টমাস গমেজ জাতীয় যুব ক্রুশ বরণের তাৎপর্য এবং নিজের ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরেন। অতঃপর ২৮ তারিখ বিকালে কীর্তন ও সমাপনী প্রার্থনার মাধ্যমে জাতীয় যুব ক্রুশ সাধু পিতর ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ও খ্রিস্টভক্তদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

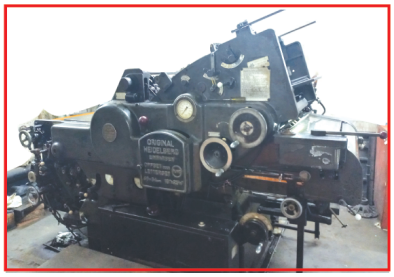

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টিং প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

# লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিশেষ দিবসগুলোতে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের আসরের জন্য লেখা, পত্রবিতান, কবিতা, ধাঁধা, আঁকা ছবি পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ২ সপ্তাহ পূর্বে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। বিশেষ দিবসগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

**সেপ্টেম্বর**
১৪ পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব
১৭ ঈদ-ই-মিলাদুনবী
২১ প্রেরিতদূত ও সুসমাচার রচয়িতা সাধু মথি পর্ব
২৭ সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক স্মরণ দিবস

**নভেম্বর**
১ নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পর্ব
১৮ সাধু পিতর ও সাধু পলের মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
২১ বালিকা মারীয়া নিবেদন পর্ব
২৪ খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
৩০ প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রেয় পর্ব

**অক্টোবর**
২ রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণদিবস
৪ আসিসির সাধু ফ্রান্সিস
৭ জপমালার রাণী মারীয়ার পর্ব
১৩ দুর্গা পূজা
২৮ সাধু সিমোন ও সাধু যুদ, প্রেরিতশিষ্য পর্ব

**ডিসেম্বর**
১ আগমনকালের ১ম রবিবার
৮ কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব, মহাপর্ব
১০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ বিজয় দিবস
২৫ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন
২৮ শিশু সাক্ষ্যমরদের পর্ব
২৯ জন্মোৎসবকাল পুণ্যতম পরিবারের মহাপর্ব

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ, ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

*- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ৩২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 32
Regd. No. DA-33
✦ 14 - 20 September 2025, ৩০ ভাদ্র - ৫আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

# সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

## আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| শেষ কভার (চার রঙ) | ৫০,০০০ টাকা | ৫৫৫ ইউরো | বুক্‌ড | ৭২০ ইউএস ডলার |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | বুক্‌ড | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ২৫,০০০ টাকা | ২৮০ ইউরো | | ৩৬০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ১৫,০০০ টাকা | ১৭০ ইউরো | | ২২০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ১২,০০০ টাকা | ১৩৫ ইউরো | | ১৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ৭,০০০ টাকা | ৮০ ইউরো | | ১০০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো) | ৪,০০০ টাকা | ৪৫ ইউরো | | ৬০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | | ২৯০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | | ২৯০ ইউএস ডলার |

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।
বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org